উপমহাদেশের সর্বউত্তম তরিকা, তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া অজিফা সর্বক জিকির আমলের উত্তম কিতাব

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

শায়েখঃজুলফিকার রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (ওস্তাদ মুহাম্মাদী)

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, রংপুর।

Edit with WPS Office

গ্রন্থকারের দুটি কথা

পরম করুণাময় মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ও রহমতে 'মুহাম্মদীয়াতরিকার ওজিফার ছবক বইটি নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফ হতে প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালার নিকট অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি। বইটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এর প্রত্যেকটি পাতা মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য দ্বারা পরিপূর্ণ এবং মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা সমর্থিত। মানবজাতি বর্তমানে ধর্ম বিশ্বাসে এক ক্রান্তিলগ্নে উপস্থিত। মানবজাতি একদিকে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যহীনতার জন্য অনাকাঙ্খিত ধ্বংস যজ্ঞের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাঁর মানবসৃষ্টির সার্থকতা প্রমাণ করতে মানুষকে বিভিন্ন সময় কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। বর্তমান কাল তেমন একটি সময়। মহান আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারে এবং তাঁর প্রদর্শিত সহজ সরলপথে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান আহরণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে মানব সভ্যতার উন্নয়ন সম্ভব। মানুষ আল্লাহর সর্বশেষ সৃষ্টি হলেও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যার মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্বে একটি কল্যাণকর ও মঙ্গল জনক এবং সমন্বিত ও পরিপূর্ণ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মানবজাতিকে অগ্রসর হতে হবে। তবেই তার আকাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। নতুবা মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য। মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর প্রদর্শিত এবং বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক অনুসৃত সহজ সরল মানবধর্ম-শরীয়তে মোহাম্মদীর বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অনুসারী হবে, ' মুহাম্মদীয়া'-য় তরিকার ওজিফার ছবক বইটিতে তাঁরই কিছুটা ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নে সহায় হোন এই কামনা করি।

পরিশেষে বইটি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং পাঠক/পাঠিকার খেদমতে পেশ করেছেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আর যাদের জন্য লেখা, সেই অগণিত মানুষের অনুশীলনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের কিছুটা উপকার হলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে মংগল ও অশেষ কল্যাণ দান করুন। আমিন

মুজাদ্দিদ’শায়েখঃজুলফিকুর রহমান বিপ্লব মুহাম্মাদী (নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া দরবার শরিফ),পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

ভুমিকাঃ

মানুষ সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত ও তার অনুগ্রহ ভোগ করে তাঁকে অস্বীকার করবে, তাঁর অকৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর প্রতি গাফেল হবে বা উদাসীন থাকবে, এ হতে পারে না। মানুষকে তার নিজ সত্তাকে জানতে হবে, তাকে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে হবে। মানুষকে জানতে হবে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। যে মানুষ তার নিজ সত্তাকে চিনেছে, সে দুনিয়াকে চিনেছে, আর যে মানুষ তার রুহকে চিনেছে, সে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনেছে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষকে আত্ম জ্ঞান, আত্ম-সংযম, আত্মশুদ্ধি, আত্ম সংস্কার ও আত্ম-বিকাশের মাধ্যমে তার নিজ সত্তাকে জানতে হবে। তাকে আরো জানতে হবে- ১. মানুষ কে ? ২. সৃষ্টিজগত কি ? ৩. মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি ও সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কে ? ৪. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সংগে মানুষের সম্পর্ক কি ? ৫. এক আল্লাহতে নিবেদিত একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? ৬. মানুষ হিসাবে সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ জীব অন্য মানুষ ও জীবের প্রতি তার কর্তব্য কি?

একমাত্র আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই আদমের সন্তান। তাই তারা পরস্পর ভাই ভাই। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তাঁর আনুগত্য পোষণ করবে, এজন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির নিকট নিয়মও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ অকৃতজ্ঞ, তাই সে সহজে ভুলে যায় তার সৃষ্টিকর্তার অবদানের কথা। অতীতেও মানুষ ভুলে গেছে তার সৃষ্টিকর্তাকে বহুবার। বর্তমান বিশ্বও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব মোটামুটি চারটি শিবিরে বিভক্ত ১. নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী কমিউনিষ্ট দেশসমূহ। কমিউনিষ্টগণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণী নাম দিয়ে। তারা ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে জাতিতে জাতিতে কমিউনিষ্ট ও অকমিউনিষ্ট দেশ বলে। তারা প্রতিনিয়তই অস্বীকার করে চলছে সৃষ্টিকর্তাকে এবং তাঁর দান, অনুগ্রহ ও নেয়ামতকে। তারা তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হচ্ছে। ২. ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমা দেশসমূহ। ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী পশ্চিমা দেশগুলো ধর্মের নামে ধর্মব্যবসা করছে আর প্রতিনিয়তই বিশ্বমানবতার অবমাননা করে চলছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে এক মানুষ আরেক মানুষের উপর, এক জাতি অন্য আরেক জাতির উপর অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও জুলুমের পর জুলুম করে যাচ্ছেধর্মের মুখোশ পরে। ৩. পৌত্তলিক মতবাদে বিশ্বাসী ভারতসহ অন্যান্য দেশসমূহ। পৌত্তলিক মতবাদে বিশ্বাসী দেশসমূহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির অবমূল্যায়ন ও অবমাননা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে অহেতুক ও হেয় প্রতিপন্ন করছে ও ৪. মজলুম, অত্যাচারিত ও তৌহিদ বা একত্ববাদের অবমাননাকারী মুসলিম দেশসমূহ। তৌহিদবাদী মুসলিম জাতি সমূহ বিশ্বনবীর আদর্শ, তাহজীব ও তমুদ্দুন বেমালুম ভুলে গিয়ে অমুসলিম চিন্তা, ভাবধারা ও কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর তৌহিদ বা একত্ববাদ এখন তাদের হাতেই লাঞ্ছিত, কলঙ্কিত, কলুষিত এবং কালিমাযুক্ত। প্রত্যেকটি শিবিরই এখন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত এবং বিশ্ববিবেক ও মানবতা মূল্যবোধের অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কোন শিবিরই বিশ্বমানবমন্ডলীকে এখন সঠিক পথ নির্দেশ দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। এরূপ পরিস্থিতিতে বিংশ শতাব্দীর এই ক্রান্তিলগ্নে এবং বিবেক বর্ণিত বিশ্বমানব সভ্যতার এই যুগ সন্ধিক্ষণে এবং একবিংশ শতাব্দির শুভাগমনে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার আদর্শ ও নীতিমালাই একমাত্র সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারে। নিম্নে মানবজাতির কল্যাণকল্পে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার ওজিফা ছবক জিকির আমল আদর্শ ও নীতিমালা সংক্ষেপে প্রদত্ত হল।

Edit with WPS Office

আল্লাহ কে চেনার আমল ও ওজিফা ছবক।

আমরা এবাদত আল্লাহর জন্য করি, আর সেই আল্লাহকে যদি না চিনতে পারি তবে আমাদের এবাদত অর্থহীন।

কবরে তিনটি প্রশ্ন হবে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন আল্লাহর পরিচয়, আজ যদি আমরা আল্লাহকে না চিনেই তবে কিভাবে বলব আমার রব আল্লাহ। এবাদত করব কার? সেজদা দিব কাকে? সাহায্য প্রার্থনা করব কার নিকট? প্রত্যেক ধর্মের ব্যক্তিরাই সৃষ্টিকর্তার এবাদত করে। আর সেই সৃষ্টিকর্তা সকলেরই কি একজন এই? সেই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকার পদ্ধতি সকলেরই কি সঠিক। সকলেই কি সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকভাবে ডাকতেছে? চলুন আমরা জেনে নেই সেই সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে চিনব।

আল্লাহকে চিনতে গেলে পিরের নিকট মুরিদ হয়ে নিজের নফসকে চিনতে হয়।নফসকে চিনলে আল্লাহকে চেনা যায়।

আসুন কোরআন ও হাদিসের আলোকে জেনেনিই।

নফস শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছাশক্তি। প্রতিটি মানুষের ভিতরেই আত্মার দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা জীব আত্মা ও পরম আত্মা। জীব আত্মাকে নফস এবং পরম আত্মাকে রুহ নামে অভিহিত করা হয়। নফস মূলে পবিত্র। এই নফস যখন ষড়রিপু যুক্ত হয়, তখন তা অপবিত্র হয়ে পড়ে। আর যখন ষড়রিপু মুক্ত হয়, তখন তা পুনরায় পবিত্র হয়। ষড়রিপু যুক্ত ইচ্ছা মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। পক্ষান্তরে ষড়রিপু মুক্ত ও আল্লাহ প্রাপ্তির ইচ্ছা মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আর আল্লাহ পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষকে কঠোর সাধনা করতে হয়। কেননা, আল্লাহর সত্তাই তো মানুষের মধ্যে বিরাজমান।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন,

“আমি (আল্লাহ) আমার রুহ থেকে আদমের ভিতরে রুহ ফুঁকে দিলাম।” (সূরা আল হিজর, আয়াত নং ২৯)।

“(আমি আল্লাহ) তোমাদের দিলে (ক্বালবের সপ্তম স্তর নাফসীর মাকামে) অবস্থান করি, তোমরা কি দেখ না?” (সূরা আয যারিয়াত, আয়াত নং ২১)।

হযরত মাওলা আলী (আঃ) বলেন,

"যে নিজের নফসকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে।

(সিররুল আসরার, পৃষ্ঠা নং ১৮)।

অর্থাৎ যে নিজের পরিচয় লাভ করেছে, সে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মোটকথা নফস ও রুহ দুটি ভিন্ন সত্তা। নফস আলমে খালক (সৃষ্টি জগৎ) এর বস্তু – ইহা পিতার শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি হয় ; আর রুহ আলমে আমর (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগৎ) এর বস্তু, ইহা আল্লাহ হতে আগত।

সাধক সাধনার মাধ্যমে যখন ক্বালবের সপ্তম স্তরে নাফসীর মাকামে উপনীত হন, তখনি তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করে থাকেন।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

রাসূল পাক সঃ বলেন,

“মুমিন ব্যক্তির দীল হলো আল্লাহর আরশ।”

“ক্বালব একটি মাংসের টুকরা। ঐ ক্বালবের ভিতর পেট আছে। এমনকি উহার ভিতর ৭টি পেট আছে। অর্থাৎ ঐ ক্বালবের এক পেটের ভিতর অপর আর একটি পেট, তার ভিতরে আর একটি পেট, এইভাবে পরপর ৭টি পেট আছে। কিন্তু সকল পেটের ভিতরের পেটকে ক্বালবে মোদাব্বের ও হাকিকতে ইনছানি বলা হয়। মাথার তালুর সহিত উহার যোগ রয়েছে ঐ স্হানেই খোদার আরশ রয়েছে।

অর্থাৎ সব ছেফাতের ও সব জিনিসের মূল কর্তা ঐ স্হানে মজুদ রয়েছে। (নুরুল আসরার ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০১)।

এক কথায় ক্বালব বলতে মানুষের হৃদপিন্ডকে বুঝায়।আল্লাহ প্রাপ্ত সাধক অলী-আল্লাহগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের জাহেরী অর্থের পাশাপাশি তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞান থেকে বাতেনী ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ক্বালব সূক্ষ্ম সৃষ্টি জগতের রহস্যের এক মহাসমুদ্র বিশেষ। সূক্ষ্ম জগৎ স্তরে স্তরে এ ক্বালবের ভিতরে অবস্থান করে। মানুষের জীবআত্না তার ক্বালবের বহিরাঙ্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আর পরম আত্মা এর ভিতরের স্তর সমূহের সাথে সম্পৃক্ত।

অন্যান্য বস্তুর মত ক্বালবেরও জাহের ও বাতেন আছে। ক্বালবের স্তর সমূহকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরের চেয়ে দ্বিতীয় স্তরটির পরিধি সূক্ষ্মতা ও মর্যাদা অনেক বড়। এভাবে পরবর্তী স্তরসমূহ ক্রমানয়ে পূর্ববর্তীটির চেয়ে বড়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। জীব আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের প্রথম স্তরের পরম আত্মার সাথে সম্পৃক্তস্তর সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম স্তরের চেয়ে ।দ্বতীয় স্তরটির পরিধি সূক্ষ্মতা ও মর্যাদা অনেক বড়। এভাবে পরবর্তী স্তরসমূহ ক্রমানয়ে পূর্ববর্তীটির চেয়ে বড়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জীব আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের প্রথম স্তরের পরম আত্মার সাথে সম্পৃক্ত ক্বালবের অন্যান্য স্তরের পরিধি অনেক ব্যাপক। এজন্য অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, ক্বালবের ২টি মুখ রয়েছে। একটি নফসের দিকে, অপরটি রুহের দিকে। রুহের দিকের মুখটি নফসের দিকের মুখ অপেক্ষা বড়। মোট কথা ক্বালব, নফস ও রুহের মিলন কেন্দ্র স্বরুপ।

জীবআত্মা যতক্ষণ কু-রিপুর তাড়নাযুক্ত থাকে, ততক্ষণ সে থাকে রুহের প্রতি অমনযোগী। অর্থাৎ জীবআত্মার মনযোগ ক্বালবের ভিতরের দিকে না হয়ে তা থাকে বহির্মুখী। এ অবস্থায় জীবআত্মা স্বেচ্ছাচারী হয়। তখন রুহের কোন নির্দেশ তাঁর উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাধনার দ্বারা এরুপ স্বেচ্ছাচারী জীবআত্মা যখন রুহের প্রতি মনযোগী হয়, তখন তার খেয়াল থাকে ক্বালবের ভিতরের দিকে। ফলে ক্বালবের প্রথম স্তরে অবস্হিত কু-রিপু সমূহ এই জীবআত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, তখন সে শয়তানের কুমন্ত্রণা মুক্ত হয়।

জীবআত্মার এরুপ অবস্থার প্রতি ঈঙ্গিত করে হযরত রাসূল পাক (সাঃ) বলেন, “তোমাদের ভিতরে যেমন শয়তান আছে, আমার ভিতরেও তেমনি শয়তান রয়েছে। কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়েছে, তোমাদের শয়তান এখনও মুসলমান হয়নি।”

অর্থাৎ রাসূল পাক (সাঃ) এর নফসের উপর তাঁর রুহের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ছিল, রুহের ইচ্ছানুযায়ী তিনি নফসকে পরিচালিত করেছেন। যদি কোন মানুষ সাধনার দ্বারা নিজের নফসের বিপদগামী অবস্থা অনুধাবন করতঃ উহা সংশোধন করে তাকে রুহের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে; তখন রুহের সহায়তায় এরুপ নফস মহান প্রভুর সন্ধান লাভ করে থাকে। অর্থাৎ মানুষ জীবআত্মাকে পরিশুদ্ধ করে পরমআত্মার সহায়তার ভিতরে আল্লাহর রহস্য উদঘাটন সক্ষম হয়।তাই আল্লাহর রহস্য উদঘাটন করতে গেলে পির ধরা আবশ্যক।বায়াতহওয়া আবশ্যক।

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

ইসলামে বাইয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-

বাইয়াত বা শপথ ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানব জীবনে সফলতার জন্য বাইয়াতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বাইয়াতবিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। বাইয়াত মানুষের জীবনকে সুন্দর, জ্ঞানগত পরিপূর্ণতা, মানুষের কল্যাণকামী ও উন্নত আমলের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে সাহাবীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বাইয়াত নিয়েছেন। ১) বাইয়াতে রিদওয়ান ২) আকাবার শপথ ৩) হুদায়বিয়ার শপথ ও ৪) মক্কা বিজয়।

রাসুল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর নিকট বাইয়াত হয়েছেন। মুসলিম সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়া ইসলামের ইতিহাসে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত।

বাইয়াত অর্থ

বাইয়াত আরবী শব্দ بَيْعٌ শব্দ থেকে গঠিত। بَيْعٌ অর্থ বেচা-কেনা, লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, তবে মূল অর্থ বিক্রয় করা। বিখ্যাত আরবী ইংরেজী অভিধান “মু’জামুল লুগাতুল আরাবীয়্যাহ”

কুরআনের পরিভাষায় بَيْع শব্দের ব্যবহার

কয়েকটি সুরায় بَيْعٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বেচা- কেনা, ব্যবসা- বাণিজ্য ও রুজি- রোজগারের উদ্দেশ্যে। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“এরা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়- বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে,যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি সমুহ উল্টে যাবে। (সুরা- নুর- ৩৭)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে মুমিনগণ, জুমাআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়,তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ছুটে চল এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝে থাক।” (সুরা- জুমাআ- ০৯)

তবে আরো কয়েকটি সুরায় بيْع শব্দটিকে নিজের সত্তা, জান- মালকে কোন মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও রাসুলের নিকট সমর্পন করার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বা ওয়াদা করা। যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে, তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জলি ও কোরআনে তিনি এ সত্য

Edit with WPS Office

প্রতিশ্রুতিতে অবচিল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দতি হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমাদের করেছ তাঁর সাথ। আর এ হল মহান সাফল্য।" (সুরা তওবা- ১১১)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا

"হে রাসুল, যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করল, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করল। আল্লাহর কুদরতের হাত তাদরে হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।" (সুরা ফাতহ- ১০)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত যা তাদের অন্তরে বিদ্যমান। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (সুরা ফাতহ- ১৮)

আল্লাহ তাআলা আরও এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মথ্যিা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।" (সুরা মুমতাহিনা- ১২)

এই কয়েকটি আয়াতে মুমিনের জান- মাল, ইচ্ছা- বাসনা অর্থাৎ তার পূর্ণ সত্তাকে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করা। আর এটাই ইসলাম কবুলের মর্মকথা । ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আর বাইয়াতের মাধ্যমে আত্মসমর্ণের বাহ্যিক রূপ প্রকাশ পায়।

হাদীস শরীফে বাইয়াত

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে:

عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الحَبِيبُ الأَمِينُ ، أَمَا هُوَ فَحَبِيبٌ إِلَيَّ ، وَأَمَا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تِسْعَةٌ أَوْ ثَمَانِيَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ، فَقَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ " ، وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ " ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ " ، قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا ، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ، وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ ،

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ ".

“আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, আমাদের সাত বা আট বা নয়জন লোকের উপস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত হচ্ছো না? অথচ আমরা ইতিপূর্বে বাইয়াত গ্রহণের সময় আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আমরা বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি আবার বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? আমরা আবার বললাম আমরা তো আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছ না? বর্ননা কারী বলেন এবার আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম আমরা তো ইতিপূর্বে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি এখন আবার আপনার কাছে কিসের বাইয়াত গ্রহণ করব।” রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো এবং আল্লাহর আনুগত্য করো। তিনি আরো একটি কথা বললেন চুপে চুপে তা হলো লোকের কাছে কোন কিছুর জন্যে হাত পাতবে না।”

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমানিত হয় যে, ইসলামের হুকুম আহকাম পালনের ব্যাপারে দৃঢ় থাকতে এবং তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হতে বাইয়াত গ্রহণ করা উচিত।

বুখারী শরীফ কিতাবুল আম্বীয়ার মধ্যে হাদীস এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

“আমার পরে কোন নবী আসবে না বরং খলীফার আগমন ঘটবে? তাদের সংখ্যা হবে অনেক।” সাহাবায়ে কেরামগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহলে আমাদেরকে কি নির্দেশ দেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তাদের প্রথম জনের বায়আত পূর্ন করো তারপর পরবর্তী জনের বায়আত পূর্ণ করো এভাবে করে তাদের হক্ব পূর্ণ করে দাও, কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের নিকট রাখা আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।”

এ হাদীসটি প্রমান করে সনদওয়ালা মুহাক্কেক পীর-মাশায়েখের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতে হবে আর তাদের কাছ থেকেই দ্বীন শিখতে হবে। নতুবা পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশী।

عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً হযরত মুআবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার কোন ইমাম নেই, সে আসলে জাহেলিয়াতের মরণ মারা গেল।”

মুসলিম শরীফ ‘কিতাবুল ইমারাত’ এ এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

“যে ব্যক্তি আনুগত্যের হাত উঠিয়ে নিল সে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে যে, তার মুক্তির স্বপক্ষে কোনও যুক্তি-প্রমান থাকবেনা, আর যে ব্যাক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যার ঘাড়ে বায়আত নেই। সে যেন জাহিলিয়্যাতের অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগের মৃত্যুবরন করল।”

বায়আত গ্রহণ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু নসীব হবে। অতএব প্রশ্ন হলো আমরা কি অজ্ঞতার যুগের মৃত্যু চাই? শুধু তাই নয় ফখরুদ্দীন রাযী লিখেন “যার পীর নেই তার দ্বীন নেই।”

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা এবং হাদীস সমূহ প্রমাণ করে বাইয়াত গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত কাজ। স্বনামধন্য মুহাদ্দিস আবদূল হক্ব মুহাদ্দেসে দেহলভী রাহঃ তার “কওলুল জামিল” কিতাবের মধ্যে লিখেন বাইয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। তাসাউফ শিখতে হলে আল্লাহ কে চিনতে হলে অবশ্যই কামেল মুহাক্কেক পীরের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতেই হবে। যত্র তত্র বাইয়াত গ্রহন করা নিষিদ্ধ।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ثُمَّ يَقُولُ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَالَ عَلِيٌّ: فِيمَا اسْتَطَعْتَ ( )

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে দিনার রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে বলতে শুনেছেন যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামএর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতাম, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর এবং তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করার অনুমতি দিয়েছেন।

উবাদাহ বিন সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, “তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।”

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে উল্লেখিত এই “ক্রয়-বিক্রয়” মানে হচ্ছে আমার আমিত্বকে আল্লাহর রাহে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে কোরবান করে দিলাম, বিলীন করে দিলাম, বিক্রি করে দিলাম। আমার আমিত্ব, আমার যতো অহংকার আছে, অহমিকা আছে, ‘আমি’ ‘আমি’ যতো ভাব আছে, সমস্ত কিছু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা নায়েবে রাসূলের কাছে আল্লাহর রাহে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দেয়া, কোরবান করে দেয়া, বিক্রি করে দেয়া, এবং পক্ষান্তরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছ থেকে কোরআন সুন্নাহ-ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা খরিদ করে, সমস্ত উপাসনার মালিক আল্লাহ, এবাদতের মালিক আল্লাহ, কুল মখলুকাতের মালিক আল্লাহ, এই দৃঢ় ঈমানে ঈমানদার হয়ে যাওয়া, এটাকেই বলা হয় বাইয়াত বা “ক্রয়-বিক্রয়”।

বাইয়াতের প্রকারভেদ

উপরোক্ত আয়া-ত ও হাদীস পর্যালোচনা করলে অন্তত পাঁচ ধরনের বাইয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন

১. খিলাফাতের বাইয়াত। যা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্বের প্রতীক হিসেবে নেয়া হয়ে থাকে।

২. বাইয়াতে ইসলাম। তথা ইসলাম গ্রহণের করে আল্লাহ পরিচয় জানার জন্য বাইয়াত নেয়া।

৩. তাকওয়া পরহেযগারীতে অগ্রগামী হবার শপথের বাইয়াত। যাকে বাইয়াতে তাসাওউফও বলা হয়।

৪. বাইয়াতে জিহাদ ও হিজরত। জিহাদ বা কাফেরদের জুলুমী রাষ্ট্র ছেড়ে দেয়ার বাইয়াত।

৫. জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকার বাইয়াত। যদি কখনো জিহাদের ময়দানে ভয়ে পালিয়ে যাবার শংকা দেখা দেয়, তখন আমীরে জিহাদের হাতে দৃঢ়তার বাইয়াত গ্রহণ করা।

‘আল কাওলুল জামীল’ এ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী বলেন,

فالحق ان البيعة على اقسام، منها بيعة الخلافة، ومنها بيعة الاسلام، ومنها بيعة التمسك بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرة و الجهاد، ومنها بيعة التوثق فى الجهاد،( )

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

আরবি শব্দের মূল অর্থ বিক্রয় বটে, কিন্তু এর গৌণ অর্থ হলো চুক্তি,শপথ, অংগীকার। বেচা-কেনার ব্যাপারে ক্রেতার ও বিক্রেতার মধ্যে যেসব শর্ত ঠিক করা হয় তা মেনে নেয়ার চুক্তির ভিত্তিতেই লেন-দেন হয়ে থাকে। এভাবেই বাইয়াত শব্দটি চুক্তি,শপথ,অঙ্গীকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন আনুগত্য স্বীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়। আরবি শব্দের ক্রিয়া-বাচক শব্দ হলো আরবি এর অর্থ শুধু বিক্রয় শব্দেই সীমাবদ্ধ নয়। এর অর্থ হয় চুক্তি করা, সম্মান প্রদর্শন করা, নেতৃত্ব মেনে নেয়া, আনুগত্যের শপথ করা, বিক্রয়ের জন্য পেশ করা, চুক্তি চূড়ান্ত করা এবং ব্যবসায় লেন-দেন করা ইত্যাদি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে বাইয়াত ছিল তা হলো বাইয়াতে রাসূল। খিলাফাতের যুগে ছিল বাইয়াতে খিলাফাহ। খিলাফাতের পর যে বাইয়াতের প্রচলন শুরু হয় তা হলো বাইয়াতে তাকওয়াহ। তাকওয়া অর্জনের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এ ধরনের বাইয়াত করিয়েছেন।

পীর-মুরীদি কী

সাম্প্রতিককালে দেখা যায় একটি মহল পীর-মুরীদির ঘোর বিরোধীতা করে আসছে। বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে সর্বস্তরে। বাইয়াত, পীর কর্তৃক খিলাফাত, যিকির ইত্যাদি পন্থাকেও অস্বীকার করে। এমনকি পীর-মুরীদিকে কুফরী পন্থা বলতেও দ্বিধা করে না। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে সঠিক বিধান মেনে দ্বীনের সহীহ ত্বরীকার উপর চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়েছে। তাদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে হক্কানী আলেম ও পীর বুজুর্গ হতে আলাদা করা। তাদের অপ-প্রচারে ইতোমধ্যে যুব-সমাজসহ সরল মুসলমানদের একটি অংশ আলেম-ওলামা ও হক্কানী পীর মাশায়েখ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যারা এখনো তাদের ভ্রান্ত প্রচারে বিশ্বাসী না হয়ে আকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন, তারাও ঐ মহলটির খোঁড়া যুক্তির ব্যাড়াজালে দোদুল্যমান অবস্থায় কাতরাচ্ছে।

পীর শব্দের অর্থ:

পীর শব্দটি ফার্সি। শব্দগতভাবে এর অর্থ হল ‘জ্ঞানি’। মূলতঃ অর্থে যিনি আল্লাহ পাককে পাইয়ে দেবার ক্ষেত্রে বা আল্লাহ পাক এর সাথে রূহানী সংযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, উনাকেই পীর সাহেব বলা হয়। কুরআন শরীফ ও হাদিছ শরীফে যাদের আউলিয়া, মুর্শিদ ও শায়খ বলা হয়েছে, ফার্সিতে তাদের পীর সাহেব বলা হয়।

মুরীদ শব্দের অর্থ:

মুরীদ হলো اراد – يريد – مريد আভিধানিক অর্থ ইচ্ছাপোষনকারী, সংকল্পকারী, আনুগত্য পোষন কারী। কুরআন ও হাদীস শরীফে মুরীদ হওয়ার বিষয়টি এসেছে بيعة “বায়আত” নামে।

পীরের প্রয়োজনীয়তা কি?

ইসলামে তাসাউফ তথা শরীয়তের পাশাপাশি তরীকত হাকীকত ও মারেফাত ও আল্লাহর পরিচয় অর্জন এবং সে জন্য পীর-মুর্শিদের কাছে বাইয়া’ত গ্রহণ একটি অত্যাবশকীয় বিষয় যা কোরআন হাদীছ ইজমা ও ক্বিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত।

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

এ প্রসঙ্গে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক বলেন

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ঃ
মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ পাকের বড়ই ইহসান যে তাদের মধ্যে হতে তাদের জন্য একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহ পাকের আয়াতগুলো তেলায়াত করে শুনাবেন, তাদেরকে তাযকিয়া (পরিশুদ্ধ) করবেন এবং কিতাব ও হিকমত (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। যদিও তারা পূর্বে হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না। (সূরা আল এমরান, আয়াত-১৬৪)

আল্লাহপাক তাঁর কালাম পাকে এরশাদ করেনঃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি জীবন বিধান বা শরীয়ত, অপরটি তরীকত-সম্পর্কিত বিশেষ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।

(সূরা মাইয়িদা, আয়াত ৪৮)

আল্লাহ পাক তাঁর কালাম পাকে আরও এরশাদ করেন:

وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا

" তারা যদি তরীকতে (সঠিক পথে) কায়েম থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে সুমিষ্ট পানীয় দিতাম। (সূরা জ্বীন, আয়াত-১৬)

মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

" "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর সাদেকীনদের সঙ্গী হও"। (সূরা তওবা, আয়াত-১১৯)

এ আয়াত পাকে আল্লাহ পাক মূলতঃ পীর-মাশায়েখগণের সঙ্গী বা সোহবত এখতিয়ার করার কথা বলেছেন। কারণ হক্কানী মুর্শিদগণ-ই হাকীকি ছাদেকীন।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কোরআন শরীফের প্রথম সূরাতেই শিখিয়ে দিচ্ছেন

اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"আমাদের সরল সঠিক পথে [সীরাতে মুস্তাকিমে] পরিচালিত করো। তাঁদের পথ যাঁদেরকে তুমি নিয়া'মত দান করেছো।" (সূরা ফাতিহা, ৬-৭)

সূরায়ে ফাতিহায় মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা যে পথে চলেছেন, সেটাকে সাব্যস্ত করেছেন সীরাতে মুস্তাকিম। আর তাঁর নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দারা হলেনঃ

وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

"যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দিয়েছেন, তাঁরা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার বান্দাগণ।" (সূরা নিসা, ৬৯)

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

এ দু'আয়াত একথাই প্রমাণ করছে যে, নিয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা হলেন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, আর নেককারগণ তথা আল্লাহ'র অলীগণ। যাঁদের শানে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা দেন,

সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহ'র অলী বা বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই " أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ এবং তাঁদের কোনো চিন্তা-পেরেশানী নেই।" (সূরা ইউনূস, ৬২)

আর ওই সকল প্রিয় বান্দাদের পথ-ই সরল সঠিক তথা সীরাতে মুস্তাকিম। অর্থাৎ, তাঁদের অনুসরণ করলেই সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর চলা হয়ে যাবে।

আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামে আরো এরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহপাককে ভয় করো, আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উছিলা গ্রহণ করো। (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩৫)

মুফাসসিরীনগণ বলেন, উল্লেখিত আয়াত শরীফে বর্ণিত উছিলা দ্বারা তরীকতের মাশায়েখগণকে বোঝানো হয়েছে। যেমন তাফসীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

الوصل لا يحصل الا بالوسلية وهي العلماء المحققون ومشائخ الطرق الصوفية

অর্থাৎ, উক্ত আয়াতে উছিলা ছাড়া উদ্দেশ্যকে (আল্লাহ্কে) লাভ করা যাবেনা, আর সে উছিলা হলো মুহাক্কীক আলেম বা যিনি তরীকতের শায়খ বা পীর।

কামেল পীর-মুর্শিদের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন

مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا

"যে ব্যক্তি হেদায়েত চায় আল্লাহ পাক তাকে হেদায়ত দেন, আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর মধ্যে দৃঢ থাকে সে কখনও অলিয়ে কামেল মুর্শিদ খুঁজে পাবে না"। (সূরা-কাহাফ, আয়াত-১৭)

উক্ত আয়াত শরীফের দ্বারা মূলতঃ এটাই বোঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি কোনো কামেল-মোকাম্মেল পীর সাহেবের কাছে বাইয়া'ত হয়নি, সে ব্যক্তি গোমরাহ।

আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন,

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ

"সেই দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমামের (শায়খের) নামে আহ্বান করবো। (সূরা বনি ইসরাঈল-৭১)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে "আ'রায়েসুল বয়ান"-এ উল্লেখ রয়েছে,

ويدعو المريدين باسماء مشائخهم

অর্থাৎ, হাশরের দিন প্রত্যেক মুরীদকে ডাকা হবে যার যার শায়খ বা পীরের নামে। তাই পীরের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহ'র দরবারে হাজিরা দিতে হবে।

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসআলা-মাসাঈল শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, এটিই নিয়ম। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে আদায় হয় না। কিন্তু বাতেনী

Edit with WPS Office

আমলের ফরয, ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ- যেগুলো তাসাউফ ও ত্বরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোর ইলম হাসিল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়েও অধিক। এ সমস্ত বিষয়ের উস্তাদকে পরিভাষায় শাইখ, মুরশীদ বা পীর বলা হয়। আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা সাধারণতঃ পীর বা মুরশীদ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য মুরশীদের সন্ধান করা জরুরী। সন্ধান করে এ ধরণের পীর পেলে, তাঁর শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তাঁর শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। কেউ যখন পীরের শিক্ষা বা ছবকানুযায়ী আমল করতে আরম্ভ করবে, তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, নিজের যাহেরী ও বাতেনী আমল সহীহ করতে জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশীদের প্রয়োজন পড়ে। একজন কামিল পীরের পথপ্রদর্শন ছাড়া তওবা ইত্যাদি পরিপূর্ণ হওয়া জটিল ব্যাপার।

জামে উল উছুল-এ সূরা মোহাম্মাদের তাফসিরে আছে- হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি তৎকালীন জগৎবিখ্যাত তাফসির বিশারদ ও তাফসিরে কবীরের লেখক। তিনি হযরত ইমাম ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে মুরিদ হওয়ার জন্য যান। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর ভিতরে এলেমের কিছুটা ফখর (অহঙ্কার) থাকার কারণে তিনি বলেছেন, আমার কাছে মুরিদ হলে তোমার ইলেম ভুলে যেতে হবে। এই কারণে তিনি তার কাছে মুরিদ হলেননা। মৃত্যুর সময় ইবলিস নানা প্রকার প্রশ্ন করবে এই চিন্তা করে 'আল্লাহ এক' সম্পর্কে ৩৬০ খানা দলিল মুখস্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের সময় ইবলিস এসে আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ও তর্ক-বির্তক আরম্ভ করল, তিনি ৩৬০ খানা দলিল দ্বারা আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে প্রমাণ করলেন। ইবলিস যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাঁর সব দলিল বাতিল করে পরে জিজ্ঞাসা করল, হে ফখরুদ্দীন রাযী! তুমি আল্লাহ তায়া'লার একত্ব সম্পর্কে আর কত দলিল দিতে পারবে? তখন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী হতবুদ্ধি হয়ে বলেছিলেন, আমি আর দলিল জানি না। যখন তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন তখন হযরত ছাঞ্জালী বা নাজিমুদ্দীন কোবরা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রুহানিভাবে জানতে পেরে তাঁর প্রতি দয়া করেছিলেন। তিনি ইমাম রাযীর প্রতি কিছু ওযুর পানি ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, হে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী! তুমি বল আমার আল্লাহ বিনা দলিলে এক। তখন ইবলিস বলেছিল, হে ফখরুদ্দীন রাযী তোমার পিছনে যদি কামেল পীর না থাকত তবে আমি দেখতাম, তুমি কেমন করে ইমান নিয়ে কবরে যেতে।

তাই পিরের নিকট বাইয়াত হয়ে ছবকের আমল করলে আল্লাহ পাওয়া জায়। চলুন কোরান হাদিস থেকে ছবকের আমল গুলো জেনে নেই।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকতের আমল/ আজিফা জিকির ও লথিফার ছবক

সৃষ্টি জগতে মানব জাতির একমাত্র কল্যাণ ও মুক্তির পথ হচ্ছে তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়া। তরীকায়ে মোহাম্মাদীয়ার দশটি লথিফার আমল ও ১২টি জিকিরের ছবক ও ৬টি সলাতের পর আদাই কৃত্য ছবক আছে। যারা এক একটি ছবক অনুশীলন এবং মোরাকাবা, মোশাহাদা, জেকের ও ধ্যানের মাধ্যমে কামেলিয়াত হাছিল করতে সক্ষম হবেন, তারা হবেন মুফলেহীন বা সফলতা অর্জনকারী আর যারা সব কয়টি স্তরে পরিপূর্ণতা বা কামেলিয়াত অর্জন করবেন তারা হবেন ইনছানে কামেল। সর্বস্তরে কামালিয়াত হাছিলকারীই পাবেন মহান আল্লাহর দর্শন। তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার বিস্তারিত বিবরণ ও মোরাকাবা-মোশাহাদার নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

মুহাম্মাদী তরিকায় ছবক আদাই এর নিয়ম, অজু গোসল করে পবিত্র হয়ে নিরিবিলি পরিবেশে দু রাকাত সলাত আদাই করে দশ লতিফার জিকির আদাই করুণ ১০ তসবি (১০০০ বার) করে।তার পর জিকিরের ছবক আদাই করুন ৫ তসবি (৫০০বার)।তারপর মোরাকাবা করুন।এভাবে প্রত্যকটা ছবক ৪১দিন করে আদই করুন।

ইনছান বা মানুষ দশ লতিফায় গঠিত বা দশটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত।

এরমধ্যে পাঁচটি আলমে খালকের। ১. মাটি ২. পানি ৩. আগুন ৪. বায়ু ও ৫. নফস বা আত্মা। এগুলি মানুষের জড় উপাদান। এছাড়া মানুষের ভিতরে আলমে আমরের আরো পাঁচটি উপাদান আছে। সেগুলি হচ্ছে। ১. কালবিয়াত বা আত্মোপলব্ধি ২. আফিয়াত বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ৩. ইহছানিয়াত বা পরোপকার ৪. জোহাদ বা আত্মত্যাগ ও ৫. রুহু বা চালিকা শক্তি। এগুলির মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের ক্ষমতা অর্জন করে।

মানুষের জিন্দেগী তিন প্রকারঃ

ক. হালাতী খ. মায়েশীয়াত ও গ. রুহানীয়াত।

ক. হালাতী জিন্দেগীর বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল

হালাতী জিন্দেগী মানুষের দৈহিক জীবন ধারণের পূর্ব অবস্থা। এটা মানুষের অতীত। এই জিন্দেগী মানুষের অপ্রকাশ্য ও বাতেনী অবস্থান। ইংরেজীতে একে (Pre-physical (embodiment) বলে। হালাতী জিন্দেগীর অবস্থান আলমে আজসাম বা জড় জগতে কিংবা আলমে শাহাদাত বা পরিদৃশ্যমান জগতে। মানব দেহ চারটি মূল উপাদানে গঠিত। ১. মাটি, থাক বা ক্ষিতি ২. পানি, আব বা অপ ৩. অগ্নি, আতশ বা তেজ ও ৪. বায়ু, বাত বা মরুৎ। মানুষের সমস্ত শরীরে এই উপাদানগুলি বিদ্যমান।

Edit with WPS Office

প্রথম ছবকঃ ১. মাটি বা থাক বা ক্ষিতি।

মানব দেহের প্রধান মূল উপাদান হচ্ছে মাটি। ফারসী ভাষায় মাটিকে যাক এবং সংস্কৃত ভাষায় একে ক্ষিতি বলা হয়। আল্লাহ মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন তার কোরানিক প্রমাণ :(সুরা আর রাহমান আয়াত ১৪)।

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনসানা মিন সালসালেন কা'আল ফাক্কর। বাংলা অর্থ- তিনি (আল্লাহ) মানুষকে শক্ত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আরবী উচ্চারণ- মিনহা খালাকনাকুম, ওয়া ফিহা নুইদুকুম ও মিনহা মুখরেজুকুম তারাতান ওখরা। বাংলা অর্থ- আমি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতেই তোমরা অবস্থান। করবে এবং পুনরায় তোমাদের মাটি হতেই বাহির করব।

এই হালাতে মোরাকাবা বা জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে রেদা বা রেজা কিংবা ভালমন্দ উভয় হালাতে বা অবস্থায় আল্লাহর উপর রাজি থাকার জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ (১)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে: আল্লাহর হুকুমে আমি মাটি হতে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন অস্তিত্ব নাই। এই জেকেরে হজরত আদম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় ছবকঃ ২. পানি বা আব বা অপ।

জীবদেহের অন্যতম মূল উপাদান পানি। আল্লাহ সমস্ত জীবকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।তার প্রমাণ

(সুরা নুর আয়াত ৪৫)

আরবী উচ্চারণ- ওয়াল্লাহু খালাকা কুল্লা দাববাতিন মেম্মায়িন। ফা মিনহুম মা ইয়ামসি আলাবাতনেহী ওয়া মিনহুম্মা ইয়ামাশি আলা রেজুলাইনি ও মিনহুম মা' ইয়ামাশি আলা আরবায়িন।

বাংলা অর্থ- সমস্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে। সেগুলির মধ্যে কতক পেটের উপর ভর দিয়ে চলে, কতক দু'পায়ে আর কতক চার পেয়ে জন্তু রয়েছে। মানুষ এক প্রকার প্রাণী বা জীব। মানুষ পানি হতে বা পানি জাতীয় বস্তু হতে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিম্নরূপ

(সুরাহ নহল আয়াত ৪)

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনছানা মিন নুতফাতিন। বাংলা অর্থ- আমি মানুষকে তরল পদার্থ শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আলাক আয়াত ২)

আরবী উচ্চারণ- খালাকাল ইনছানা মিন আলাকি। বাংলা অর্থ- আমি নিশ্চয় মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে সৃষ্টি করেছি।

এই হালাতে জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে কানায়াত বা অল্পভুষ্টির জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

Edit with WPS Office

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (২)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য-প্রভু নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং আমি পানি/তরল পদার্থ/ ক্র বিন্দু হতে সৃষ্টি হয়েছি। এই জেকেরে হজরত ইউনুছ (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় ছবকঃ ৩. অগ্নি বা আতশ বা তেজ।

চারটি উপাদানে গঠিত মানব দেহের অন্যতম উপাদান হচ্ছে আগুন বা তাপ বা Heat মানুষ আগুনের তাপ হতে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ (সুরা হিজর আয়াত ২৬)

আরবী উচ্চারণ- ওয়া লাকাদ খালাকনাল ইনছানা মিন সালসালিন হাম্মা মিম মাছনুন। বাংলা অর্থ- আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা উত্তপ্ত শক্ত মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।

এই জেকেরের নাম হচ্ছে মাকামে সবর বা বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণের জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা হাওলা ওয়া লা-কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ (৩)

অর্থ- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন কাজ সমাধান করার শক্তি কারুর নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে: আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন কাজ সমাধান করার শক্তি কারুর নাই। আমি তাপ/উত্তাপ হতে সৃষ্টি হয়েছি। এই জেকেরে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ ছবকঃ ৪. বায়ু বা বাত বা মরুৎ।

বায়ু মানুষের দেহগঠনে মূল উপাদান গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান উপাদান। এটা মানুষের দৈহিক জীবন পরিচালিকা শক্তি। মানুষ বায়ু হতে সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ (সুরা হিজর আয়াত ২৯)

আরবী উচ্চারণ- ফা ইজা সাওয়াতহু ওয়া নাফাকতু ফিহী মির রুহয়ি। ফা কাওলাহু সাজেদীন। বাংলা অর্থ- অতঃপর যখন তার (আদমের) আকৃতি গঠন করি এবং আমার রুহের কিছু অংশ তাতে ফুঁকে দেই (তখন) তোমরা তাকে সেজদা করবে।

এই জেকেরের নাম মাকামে তছলিম বা আল্লাহর হুকুমের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পনের জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

হুয়াল আউয়ালো ওয়াল আখেরো ওয়াযযাহেরো ওয়াল বাতেনো (৪)

Edit with WPS Office

অর্থ- তিনিই আদি, তিনিই অনন্ত, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহ) সৃষ্টির আদিমূল এবং তিনি অনন্তকাল বিরাজ করবেন। তিনি একদিকে প্রকাশ্য আবার তিনিই অপ্রকাশ্য বা গুপ্ত। আমি আল্লাহর আদেশে হাওয়া/বায়ু হতে সৃষ্টি হয়েছি। আল্লাহ বলেছেন- যখন তোমাদের কিছুই ছিলনা, আমিই তখন অস্তিত্ব দান করেছি। এই জেকেরে হজরত ঈসা (আঃ) ও হজরত সোলায়মান (আঃ) এর দর্শন লাভ হয়।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত চারটি মাকামের অবস্থান সর্বশরীরে বিদ্যমান মনে করে প্রত্যেকটি মাকামের দিকে লক্ষ্য করে জেকের করতে হবে। জেকেরের পর নিম্নলিখিত মোনাজাত করতে হবে।

মোনাজাত (১) আল্লাহুম্মা ফাগফির লানা ওয়ালা অলেদাইয়ানা ওয়া লেওস্তাদেনা ওয়া লেমান তাওলেদা ওয়া লেজানিয়েল মোমেনীনা ওয়াল মোমেনাতে ওয়াল মোছলেমীনা ওয়াল মোছলেমাতে ওয়াল আইয়ায়ে মেনহুম ওয়াল আমুওয়াত। ইন্নাকা মুজিবুদ্দাওয়াত বেরাহমাতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন।

খ. মায়েশীয়াত বা মায়েশী জিন্দেগীর বিবরণ

মায়েশী জিন্দেগী বা দৈহিক জীবন (Physical embodiment) মানুষের সামগ্রিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। এটা মানুষের দুনিয়াবী বা পার্থিব জীবন। এই জিন্দেগীর অবস্থান আলমে মায়েশীয়াত বা Living Beings এর জগতে। এই জিন্দেগী জেসমানিয়াত বা Human Embodiment বা দৈহিক আকারে গঠিত। এটা মানুষের পার্থিব অস্তিত্ব। এই হালাত মানুষের বর্তমান। মানুষের দৈহিক জীবন আখেরাতের বা ভবিষ্যতের উপার্জনের ক্ষেত্র। এ জিন্দেগীর পাঁচটি ভাগ আছে। ১. নফসানিয়াত ২. কালবিয়াত ৩. আফিয়াত ৪. ইহছানিয়াত ও ৫. সাকানিয়াত।

পঞ্চম ছবকঃ ৫. নফসানিয়াত বা নফস / প্রবৃত্তি জগত।

মানবদেহে মাকামে নফস নাভিমূলে অবস্থিত। এর নাম আলমে নফসানিয়াত। এটা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জগত। নফস বা প্রবৃত্তির এখানে প্রাধান্য। নফসের দরজা হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক, হাত, পা ও দেল/অন্তর/মন। ইন্দ্রিয় বশীভূত জীবন-যাপনই এর মূল লক্ষ্য। ষড়রিপু যথা-কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্যের কামনায় মানুষ সহজাত প্রবৃত্তিবশতঃ দৈহিক ভোগ বিলাস তথা পাশবিক জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। আলমে নফসানিয়াতের তিনটি স্তর আছে। ১. নফসে আম্মারা বা আসক্তির দিকে প্রধাবিত আত্মা। এই আত্মা পার্থিব ভোগ বিলাসে ওতপ্রোতোভাবে বিজড়িত হয় এবং নিজকে কলুষিত করে। স্বীয় পবিত্রতাকে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্কলুষ রাখতে অসমর্থ হয়। এজন্য তাকে বারে বারে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ২. নফসে লাউয়ামা বা আত্ম ভৎসনাকারী আত্মা ও ৩. নফসে মোতমায়িন্না বা পরিতৃপ্ত আত্মা। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনই পরিতৃপ্ত আত্মার লক্ষ্য। নফস বা প্রবৃত্তি জনিত ভোগবিলাস পরিহার করতে হলে তিন প্রকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

Edit with WPS Office

১. মোশারাত বা দৈনিক সকালবেলা নিজের নফসের নিকট হতে ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লওয়া এবং সমগ্র দিন অঙ্গীকার পালনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বা নজর রাখা। ২. মোহসাবা বা রাত্রিতে শয়নকালে তন্ন তন্ন করে ভাল মন্দ কাজের খতিয়ান লওয়া। মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার ও ভৎসনা করা এবং প্রয়োজন বোধে অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হলে কায়িক বা অন্য যে কোন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা ও ৩. মোরাকাবা বা আল্লাহর হুকুম বা সন্তুষ্টির খেলাপ কোন কাজ না করা, কথা না বলা এবং আল্লাহর জেকেরে সর্বদা মশগুল থাকা। এই জেকেরের নাম মাকামে নফস বা প্রবৃত্তি জনিত ভোগবিলাস ও গুনাহ পরিবারের জেকের। এই জেকের নিম্নরূপঃ

লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ (৫)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মকসুদ বা ইচ্ছা নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহর মকসুদ বা ইচ্ছা ছাড়া আমার কোন মকসুদ বা ইচ্ছা নাই। আমি সর্বকাজে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করছি। এই জেকেরে হজরত আদম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।।

ষষ্ট ছবকঃ ৬. কালবিয়াত বা আত্মোপলব্ধি বা আত্মচেতনা বিকাশ।

মানবদেহে এই মাকামের নাম মাকামে কাল্ব। এর অবস্থান বামদুধের দুই অঙ্গুলীর নীচে। এই হালাত হচ্ছে ভোগবিলাস জনিত ছোট বড় নানারকম পাপাচার হতে বিরত থেকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার হালাত। আত্মচেতনা চার প্রকার হতে পারে যথা: ১. খাতেরেহক বা মানব মনের উপলব্ধি, এটা আল্লাহর তরফ থেকে হয়। ২. ইলহাম এর উদ্রেক হয় ফেরেশতাদের তরফ হতে। ৩. হাজিস্-এর উদ্ভব হয় নফসের তরফ থেকে ও ৪. অছাত্ছা এটা শয়তানের প্ররোচনায় হয়। এই জেকেরের নাম মাকামে কালব বা আত্মচেতনা বিকাশ বা তওবার জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা মাতলুবা ইল্লাল্লাহ (৬)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মতলব বা উদ্দেশ্য নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন মতলব বা উদ্দেশ্য নাই। আমি সর্ব প্রকার অন্যায় ও অপরাধ মূলক কাজ /আচরণ উপলব্ধি করছি এবং এই অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ/আচরণের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকে রজু হতে মনস্থ করছি। এই জেকেরে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

সপ্তম ছবকঃ ৭. আফিয়াত বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

Edit with WPS Office

মাকামে আখফার অবস্থান মাথার তালুতে। আত্মা-চেতনা বিকাশের পর আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত ভোগের কথা স্মরণ করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্যের শপথ নেওয়া। এই হালাতের নাম আলমে আখফিয়াত। এই জেকেরের নাম মাকামে আখফা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শোকর গোজারীর জেকের। এই জেকের নিম্নরূপ

লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ (৭)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ বা উপাস্য আমার নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ আমাকে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকার উপলব্ধি দান করেছেন। এজন্য আমি তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত আমি ভোগ করছি, এজন্য আমি তার শুকরিয়া আদায় করছি। সুস্থ মানসিকতা বিকাশে আল্লাহ্ আমার সহায় হন। এই জেকেরে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে দেখার সৌভাগ্য নছিব হয়।

অষ্টম ছবকঃ ৮. ইহছানিয়াত বা পরোপকার বা পরহেজগারী।

মানব দেহে মাকামে খফি বা অরার অবস্থান কপালের মধ্যভাগে এবং এই জেকেরের নাম মাকামে খফি। এই হালাতের নাম আলমে ইহছানিয়াত। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইহুছান বা পরোপকারে সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এবং অতুলনীয় আদর্শ। এজন্য তিনি বিশ্বমানবের জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন বা সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলীকে বলা হয় উসওয়াতুন হাছানা। এই জেকেরে বিশ্ব মখলুকাতের সৃষ্টজীব বা প্রাণীর বিশেষতঃ মানবজাতির ইহছান বা কল্যাণ/ উপকার করার হালাত অর্জিত হয়। মাকামে খফি বা অরার (পরোপকার / কল্যাণ/ মঙ্গল/ পরহেজগার) জেকের নিম্নরূপ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল্লাহ (৮)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাছুল।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য প্রভু নাই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর মনোনিত রাছুল আল্লাহ তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) কে যেমন সর্ব জীব/প্রাণী/মানুষের উপকার বা ইহছান করার জন্য সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ সৃষ্টি করেছো, তেমনি তুমি মোহাম্মদ (সাঃ) এর অছিলায় আমাকে তোমার রহমত ও অনুগ্রহ দান করো তোমার সৃষ্ট জীব/প্রাণী/মানুষের উপকার/ ইহছান করার। আমাকে তরীকায়ে মোহাম্মদীয়ার উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপনে তৌফিক দান করো। মোহাম্মদ (সাঃ) এর শরীয়ত পালন করার ও তোমার মারেফাত অর্জনের সৌভাগ্য দান করো। এই জেকেরে হজরত নবী করীম (দঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

নবম ছবকঃ ৯.সাকানিয়াত বা শান্তির রাজ্য।

মাকানে জোহদ বা ছির/সির এর অবস্থান বামদুধের দুই অঙ্গুলী উপরে বক্ষের দিকে কুলানো। এই হালাতের নাম আমলে সাকানিয়াত। এই জেকেরের নাম মাকামে জোহদ বা সির। এই জেকের দৈহিক জীবনপ্রান্তে/সীমান্তে দাঁড়িয়ে ত্যাগ বা দৈহিক জীবনাবসানের মাধ্যমে নফসের গোলামী বা বন্ধন মুক্ত হবার জেকের। মাকামে জোহনের জেকের নিম্নরূপ

লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ (৯)

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া ভালবাসার অন্য কেহই নাই।

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে- আল্লাহ্ ছাড়া ভালবাসার আর কেউ নাই। মানব জীবনে আবশ্যক ব্যতিত অতিরিক্ত করি না। আল্লাহ আমাকে নফসের গোলাম বা বন্ধন মুক্ত হবার এবং সংসার বাসনা ত্যাগের শক্তিদান করো। তোমার নৈকট্যলাভ ও সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যমে শান্তি দান করো। জানি জমিনের উপর যা কিছু বিদ্যমান, উহার সমস্ত ই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহ্ তুমিই চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী। এই জেকেরে হজরতে আইউব (আঃ) কে দেখতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত আয়াতগুলির মর্ম উপলব্ধি করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

উচ্চারণ: ১. কুল্লো নাফসুন যায়েকাতুলমওত। বাংলা অর্থ- প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।

আরবী উচ্চারণ ২. ইন্না মাওতাল্লাজি তাফেরুনা ফা ইন্নাহু মূলাকীকুম আয়মানা তাকুনু ইয়াদরেক কুমুল মাওতা লাও কুনতুম ফিবরুজেম মুশাইয়েদা।

বাংলা অর্থ- যে মৃত্যুর হাত হতে তোমরা পলায়ন করতে চাইছো, নিশ্চয়ই উহা তোমাদেরকে সাক্ষাত করবেই, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন ? উহা তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত দূর্গ/অট্টালিকায় অবস্থান কর না কেন?

আরবী উচ্চারণ- কুল্লো মান আলায়হা ফানিও ওয়া ইয়াবা ওয়াজহুরাব্বেকা যু-আল জ্বালালি ওয়াল ইকরাম।

বাংলা অর্থ- জমীনের উপর যা কিছু আছে উহা সমস্তই ধ্বংসশীল। একমাত্র মহিমান্বিত আল্লা-ই চিরস্থায়ী। (সুরা আর রাহমান আয়াত ২৬ ও ২৭)

এখানেই মানুষের দৈহিক অস্তিত্বে বিলুপ্তি সাধন বা দেহত্যাগ।

গ,রুহানিয়াত

দশম ছবকঃ ১০. রুহানী জিন্দেগী বা আত্মার জগতে মরণোত্তর জীবন রুহানীয়াত বা মরণোত্তর জীবন।

রুহানীয়াত বা রুহানী জিন্দেগী মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। এটা মানুষের আত্মার জগতে মরণোত্তর জীবন।

Edit with WPS Office

মানব দেহে মাকামে রুহের অবস্থান ডান দুধের দুই অঙ্গুলী নীচে। এই জেকেরের নাম মাকামে রুহ বা এনাবাতের জেকের। এই জেকেরে মানুষ আল্লাহর খলিফা/ প্রতিনিধি হিসাবে তার রেজামন্দি বা সন্তুষ্টি ফানায়েতাম বা নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। এই হালাতে সালেক বা তরীকাপন্থী বা আবেদ বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বসৃষ্টি দর্শন শক্তি লাভ করে এবং মানব সৃষ্টি ও আল্লাহর বাণীর সার্থকতা প্রমান করে। এখানে মানুষ তার আবদিয়াতের সবচেয়ে বড় মর্তবা অর্জন করে। এই মর্তবা অর্জন করেই মানুষ হয় কুতুব, আবেদ, রুহুল কুদ্দুস ও মাহবুবে মওলা। এক কথায় অলি আল্লাহ। আর যারা এই মর্তবা হাছিল করেন তারাই হন ইনছানে কামেল। বিশ্বমানব মন্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইনছানে কামেল হবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন নূর নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) পবিত্র মিরাজ শরীফের মাধ্যমে। আল্লাহর মশগুল থাকাই এই জেকেরের বৈশিষ্ট্য। মাকামে রুহ বা এনাবাতের (আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রেজামন্দি, নৈকট্য বা দর্শন লাভের) জেকের নিম্নরূপ

(আল্লাহ, আল্লাহ) ১০

ওয়া জাল্লাজালালুহু (আল্লাহর মহত্বই সর্বোপরি)

ওয়া আম্মা নাওয়ালুহু (তাঁর দানই অপরিসীম)

ওয়া জাল্লা সানাউহু। (তার গুণ গানই সর্বোপরি)

ওয়া তাকাদ্দাসাত আসমাউহু (তাঁর নাম সমূহই পবিত্র)

ওয়া আজামা শানহু (তার গৌরব-ই মহান) ওয়া লা ইলাহা গায়রুহু (তিনি কোন উপাস্য নাই)।

সোবহানাল্লাহ (সমস্ত গুণগানই আল্লাহর) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)

ওয়া লিল্লাহিল হামদ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য)

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে মহত্ব একমাত্র আল্লাহরই এবং সর্বপ্রকার দান কেবল মাত্র তারই। তার নাম সমূহ অতি পবিত্র এবং তিনিই একমাত্র গৌরবের অধিকারী।খেয়াল করতে হবে আল্লাহ যত শক্তি উপলব্ধি করতে হবে।

১০লথিফার ছবক আদাই করার নিয়ম এক চিল্লা ৪১দিন।প্রতিদিন ১০তসবি (১০০০বার) করে আদাই করতে হয়ে। এভাবে একজন ব্যক্তি যখন লথিফার জিকিরের ছবক ১০চিল্লা শেষ করে জিকিরের ছবক আদাই করুন।

Edit with WPS Office

তরিকায় মুহাম্মাদীয়া ওজিফা জিকিরের ছবক

দশ লথিফার ছবক শেষ করে জিকিরে ছবক আদাই করা শুরু করুন। কোনো মুমিন যেকোনো- ভাবে মুখে, মনে বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করলে হাদীসে বর্ণিত অপরিমেয় ফযীলত লাভ করবেন বলে আমরা আশা করি। যিকরের ফযীলতের উপর আরো অগণিত হাদীস রয়েছে, যেগুলিতে যিকরের বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্য উল্লেখ করে সেই বাক্য দ্বারা যিকর করলে মুমিন কিভাবে আল্লাহ কে চিনতে পারবে ও কী পরিমাণ মর্যাদা, রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জন করবেন তা রাসূলুল্লাহ (সা.) উল্লেখ করেছেন।চলুন এবার আমরা জিকির ও তা পাঠ করবার সময় জেনে নেই।

জিকিরের ছবক আদাই করার নিয়ম হলোঃ

অজু গোসল করে পবিত্র হয় নিরিবিলি পরিবেশে দু রাকাত সলাত আদাই করে।তার পর জিকিরের ছবক আদাই করুন ৫ তসবি (৫০০বার)।তারপর মোরাকাবা করুন।

৮প্রকারের জিকির নিম্নে বর্ণনা কার হলোঃ

১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি ;

৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি ;

৭. আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু'আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ করা বিষয়ক বাক্যাদি;

৮. আল্লাহর নিকট তাঁর মহান রাসূল (সা.)-এর জন্য সালাত ও সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি;

১১ নং ছবক

সুবাহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বি'হামদিহী। অর্থঃ "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি।"

মোরাকাবাঃখেয়াল করতে হবে আল্লাহ পবিত্র, সেই পবিত্র সত্তার জিকির করে আমাকেও পবিত্র হতে হবে।

১২ নং ছবক

সুব্বু'হুন ক্বুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররু'হ। অর্থঃ "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু।"

Edit with WPS Office

মোরাকাবাঃখেয়াল করতে হবে আল্লাহ পবিত্র, সেই পবিত্র সত্তার জিকির করে আমাকেও পবিত্র হতে হবে।

১৩ নং ছবক

আল ‘হামদু লিল্লাহ।

অর্থঃ “প্রশংসা আল্লাহর জন্য।”

মোরাকাবাঃ খেয়াল করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক করছি,সব প্রশংসা তারি।

১৪ নং ছবক

আল্লাহু আকবার। অর্থঃ “আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।”

মোরাকাবাঃ খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক করছি, তিনি সর্ব মোহান।

১৫ নং ছবক

আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থঃ “সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা”।

মোরাকাবাঃ খেয়াল করতে হবে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক করছি,সব প্রশংসা তারি। আবু আইঊব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বসে এই বাক্যটি বলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: ‘এই বাক্যটি কে বলল?’ লোকটি ভাবল যে, সে হয়ত কোনো বেয়াদবি করেছে এজন্য সে চুপ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) আবারো প্রশ্ন করলে সে বলেঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমিই বলেছি। আর আমি ভালো উদ্দেশ্যেই বলেছি।’ তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃوالذي نفسي بيده لقد رأيت ثلاثة عشر ملكاً يبتدرون كلمتك أيهم يرفعها إلى الله(“যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আমি দেখেছি তের জন ফিরিশতা দ্রুত এগিয়ে এসেছেন, কে আগে এই বাক্যটিকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন সে জন্য।”

হাদীসটির সনদ হাসান। আনাস (রাঃ) থেকেও এই অর্থে আরেকটি হাদীস নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ১/৪১৯, নং ৬০০, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০২, নাসাঈ আস-সুনানুল কুবরা ৬/৯২, মুসনাদু আহমাদ ৩/১৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৫, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৪৫-৩৪৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১০৭।

যাকিরকে বুঝতে হবে, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন এই যিকরগুলি বলেন তখন আল্লাহও তার সাথে সাথে সাড়া দেন। কাজেই, সেভাবে আদব ও মনোযোগের সাথে আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভুতি নিয়ে যিকর করতে হবে। মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৪-৩২৬।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

১৬ নং ছবক

সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম। অর্থঃ "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

মোরাকাবাঃখেয়াল করতে হবে আল্লাহ পবিত্র, সেই পবিত্র সত্তার জিকির করে আমাকেও পবিত্র হতে হবে।

১৭নং ছবক

(সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার) সকাল সন্ধ্যার যিকর দ্রষ্টব্য।

মোরাকাবাঃ খেয়াল করতে হবে জীবনের যত গুনাহ আছে সবকিছু থেকে তওবা করতেছি।

১৮ নং ছবক

আস্তাগফিরুল্লা-হ।

অর্থঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

মোরাকাবাঃ খেয়াল করতে হবে জীবনের যত গুনাহ আছে সবকিছু থেকে তওবা করতেছি।

১৯ নং ছবক

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি। অর্থঃ আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে তাওবা করছি।

২০ নং ছবক

রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুল গাফূর।

অর্থঃ "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

২১ নং ছবক

আসতাগফিরুল্লা-হাল্ ('আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল 'হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থঃ "আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

(১৭,১৮,১৯,২০,২১ নং ছবকের পর মোরাকাবা)

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

মোরাকাবাঃ খেয়াল করতে হবে জীবনের যত গুনাহ আছে সবকিছু থেকে তওবা করতেছি। কুরআন কারীমে মুমিনগণকে বারংবার তাওবা ও ইসতিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাওবা ও ইসতিগফারের জন্য ক্ষমা, পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইসতিগফার আল্লাহর অন্যতম যিকর। যিকরের সাধারণ ফযীলত ইস্তিগফারকারী লাভ করবেন। এ ছাড়াও ইস্তেগফারের অতিরিক্ত মর্যাদা ও সাওয়াব রয়েছে।

এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি :

(১) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَرَّةً سَبْعِينَ مِنْ أَكْثَرَ اليَوْمِ فِي إِلَيْهِ وَأَتُوبُ اللهَ لَأَسْتَغْفِرُ إِنِّي وَاللهِ

“আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।” সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৮।

(২) আগার আল-মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مرة مائة اليوم في الله) استغفر إلى توبوا الناس أيها يا(

“হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার করি।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২।

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার উপরের ১৭ নং যিকরে বর্ণিত বাক্যটি (রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর) বলতেন। সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯৪, নং ৩৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২০৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১১৯। তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

(৪) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে (পাপ থেকে ফিরে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে) সীমাহীন খুশি হন। তার খুশির তুলনা, এক ব্যক্তি বিশাল জনবানবশূন্য ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে থেমেছে। তার সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে একটু বিশ্রাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার বাহন হারিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রচন্ড রোদ্র ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় যে তার উট তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে এত খুশি হয় যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার দাস, আমি আপনার প্রভু।’ আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলে। উট ফিরে আসাতে এই ব্যক্তি যত আননিদত হয়েছে কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আননিদত হন।

সহীহ বুখারী ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৯, সহীহ মুসলিম ৪/২১০৪, নং ২৭৪৭।

সুব‘হা-নাল্লাহ! কত ভালবাসেন আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দাকে!! এ সুযোগ শুধু পাপীদের জন্যই। আমাদের কি আগ্রহ হয় না যে মহান প্রভুকে এভাবে আনন্দিত করব!

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

(৫) আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেনঃ হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব।

হাদিসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৪৮, নং ৩৫৪০, আত-তারগীব ২/৪৬৪, নং ২৪০৪।

(৬) আবদ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا

“সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যার আমলনামায় অনেক ইসতিগফার পাওয়া গিয়েছে।” হাদীসটির সনদ সহীহ।

সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫৪, নং ৩৮১৩, আত-তারগীব ২/৪৬৫।

(৭) অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ যদি কেউ উপরে লিখিত ১৮ নং যিকরের বাক্যগুলি: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) العَظِيمَ

তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।” হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন। মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭।

(ঘ) পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার।

মুমিন যেমন নিজের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। বিশেষত নিজের পিতামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্য ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জন্য যাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দ্বীনকে পেয়েছি। অন্যান্য সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার করা আল্লাহর নির্দেশ। কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে যে, পরবর্তী যুগের মুসলিম প্রজন্মরা বলেঃ

رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آمَنُوا لِلَّذِينَ غِلًّا قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا

“হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।” সূরা হাশরঃ ১০।

এভাবে সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত। কুরআন কারীমে এ ধরনের

Edit with WPS Office

অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তেগফারের ফযীলতে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول هذا أنى فيقال باستغفار ولدك لك

"জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবেঃ কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে,তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এজন্য তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।" সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২০৭, নং ৩৬৬০, মুসনাদ আহমাদ ২/৫০৯, মিসবাহুস যুজাজাহ ৪/৯৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২১০, তাফসীরে ইবনু কাসীর ৪/২৪৩। হাদিসটির সনদ সহীহ।

২১ছবক সম্পর্কে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। আল্লাহর দরবারে আর্জি জানাই, তিনি আমাদেরকে তা পালন করার তাওফীক প্রদান করবেন এবং দয়া করে কবুল করে নেবেন। সবশেষে সলাতের পর যিকরের ছবক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের আশা করছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

প্রত্যেক সালাতের পর জিকিরের ছবক

ছবক ২২: ফজরের সলাতের পর তিন তসবি

যিকরঃ 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিকর। লক্ষণীয় যে, হাদীস শরীফে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকরের জন্য কোনো সময় বা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বেশি বেশি করে এই যিকর করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে অনেক আবেগী ইসলাম-প্রিয় সাধারণ মানুষ ও আলিম 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে যিকর হিসাবে পালন করাকে যৌক্তিক বলে মনে করেন বা করতে চান। তারা বলেন, এই কালেমাই ঈমান। একবার সর্বান্তকরণে বললেই হলো। এরপরের কাজ নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এই কালেমাকে প্রতিষ্ঠা করা।

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটি বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিকর করার নির্দেশনায় এবং এই যিকরের অচিন্ত্যনীয় ফযীলতের ঘোষণায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ জাতীয় কিছু হাদিস দেখুনঃ তুহফাতুয যাকিরীন, পৃঃ ২৩০-২৫২।

আসলে ঈমান আনার পরে ঈমানকে মজবুত করতে ও নবায়ন করতে এই যিকর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلهِ

"সর্বোত্তম যিকর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৬-৩২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৬, ৬৮১।

তবে যতবারই বলতে হবে ততবারই অন্তরের ভালবাসা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিয়ে বলতে হবে। যিকরের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে যিকরের সাথে সাথে আলোড়িত করতে হবে। বারবার উচ্চারণের সাথে সাথে নতুন করে ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে হবে। যাকির অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবার যিকর উচ্চারণের সাথে সাথে নিজের ক্বলব বা মন থেকে আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্য ও সকল আরাধ্যকে দূর করে দেবে। আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুর অস্তিতবই সে তাঁর মন থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র আল্লাহ, তাঁরই ভয়, তাঁরই ভালবাসা, তাঁরই উপর নির্ভরতা, তাঁরই উপাসনা, তাঁর কাছেই চাওয়া, তাঁকেই চাওয়া হবে মুমিনের অন্তরের একমাত্র অনুভূতি। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এই ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে এই যিকর উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এই যিকরের মাধ্যমে ঈমানকে নবায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেনঃ

أسْعَدُ النّاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

“কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আমার শাফা’আত লাভ করবে, যে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।” সহীহ বুখারী ১/৪৯, নং ৯৯, ৫/২৪০২, নং ৬২০১।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ

إِنّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

“আমি এমন একটি বাক্য জানি, যে বাক্যটি যদি কেউ তাঁর অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বাক্যটিঃ ‘লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ’।” হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ১/১৪৩, ৫০২।

কাজেই মুমিন সর্বান্তকরণে অন্তরের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বারবার এই বাক্যটি বলবেন, যেন মৃত্যুর আগে এই বাক্যটি তাঁর শেষ বাক্য হয়। বারবার বলে তিনি তাঁর ঈমানকে নবায়ন করবেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ(جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ) “তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।” তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ “ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?” তিনি বললেনঃأَكْثِرُوا مِنْ (قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا)اللهُ “তোমরা বেশি বেশি করে ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে।” হাদীসটির সনদ হাসান অর্থাৎ সুন্দর বা গ্রহণযোগ্য।

মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৮৫, মাযমাউয যাওয়াইদ ১/৫২, ২/২২১, ১০/৮২, আত-তারগীব ২/৩৯৪।

অন্য হাদীসে মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لا إِلَهَ إِلا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“যার সর্বশেষ কথা ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৮।

আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা এই যিকরে তাঁর জিহ্বাকে রত রাখবেন, নিজের নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই কালেমার যিকর করবেন, ইনশাআল্লাহ এই বাক্য তাঁর জীবনের শেষ বাক্য হবে।আরো অনেক হাদীসে ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ যিকর হিসাবে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি আমরা তরিকায় মুহাম্মাদীয়া কিতাবে আলচনা করা হয়েছে, আপনারা পাঠ করবেন ইনশাআল্লাহ।

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

ছবকঃ ২৩ জোহোরের সলাতের পর ৩ তসবি

যিকর :আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক যিকরের দ্বিতীয় বাক্যঃ

قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الحَمْدُ وَلَهُ المُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللهُ إِلَّا إِلَهَ لَا

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ “নেই কোন মা'বদু আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তারঁ কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তারই এবং প্রশংসা তারই। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

এই যিকরটির ফযীলতে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় ১ বার, ১০ বার, ১০০ বার বা ২০০ বার বলতে, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরে বলতে ও সাধারণভাবে এই যিকরটি বলতে নির্দেশ দিয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু হাদীস আমরা পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখতে পাব। এখানে দু' একটি হাদীস উল্লেখ করছি।

আবু আইঊব (রাঃ) নবীয়ে আকরাম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

محرّرين أو مُحَرَّرٍ كعَدْلِ كانَ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ الحَمْدُ وَلَهُ المُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِيكَ لَا وَحْدَهُ اللهُ ُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَالَ مَنْ

“যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ... কাদীর' যিকরটি একবার বলবে, সে একজন বা দুইজন ক্রীতদাস মুক্ত করবে।” হাদীসটি হাসান।তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৪/১৬৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৪, আত-তারগীব ২/৩৯৯।

এই অর্থে বারা ইবনু আযিব (রাঃ) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হাসান। আত-তারগীব ২/৩৯৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৫।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই যিকরটি ১০ বার বলবে, সে ৪ জন ইসমাঈল বংশীয় ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবে। সহীহ বুখারী, ৫/২৩৫১, নং ৬০৪০, ৬০৪১, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯৩।

এখানে আবারো আমাদের মনে করা দরকার যে, এই মহান সাওয়াব, অশেষ মর্যাদা ও সীমাহীন রহমত অর্জন করতে হলে অবশ্যই অর্থ বুঝে, আন্তরিকতার সাথে হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে যিকর আদায় করতে হবে। ইয়াকুব ইবনু আসিম বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দুইজন সাহাবী বলেছেন, তাঁরা নবীজী (সা.)-কে বলতে শুনেছেনঃ

نَظَرَ لِعَبْدٍ وَحَقٌّ قَائِلِهَا إِلَى اللهُ يَنْظُرَ حَتَّى السَّمَاءِ أَبْوَابُ لَهُ فُتِقَ إِلا لِسَانُهُ قَلْبُهُ بِهَا مُصَدِّقًا رُوحُهُ بِهَا مُخْلِصًا ... قَطُّ عَبْدٌ قَالَ مَا
سُؤْلَهُ يُعْطِيَهُ أَنْ إِلَيْهِ اللهُ

“যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এই বাক্যগুলি বলে এবং বলার সময় তাঁর আত্মা এই বাক্যগুলির প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তাঁর অন্তর এগুলির সত্যতায় আস্থা রাখে এবং তাঁর জিহ্বা তা উচ্চারণ করে, তাহলে আল্লাহ আকাশমন্ডলী ছেদ করে জমিনের এই যাকিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। আর মহান আল্লাহ যাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁর জন্য হক ও সুনিশ্চিত যে আল্লাহ তাঁর মনোবাঞ্ছনা পূরণ করবেনই।” হাদীসটি হাসান।

Edit with WPS Office

নাসাঈ, আস সুনানুল কুবরা ৬/১২, আত-তারগীব ২/৩৯৯।

ছবকঃ ২৪ আছোরের সলাতের পর ৩ তসবি

যিকর :উপরের এই যিকরটি মাসনূন যিকরগুলির মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অন্য যিকরের সাথে বা শুধামাত্র এই যিকরটি আমরা বারবার দেখতে পাব। কোনো কোনো হাদীসে এই যিকরের মধ্যে তিনটি বাক্য বৃদ্ধি করে বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ الخَيْرُ(بِيَدِهِ يَمُوتُ لَا حَيٌّ وَهُوَ الحَمْدُ) يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ المُلْكُ لَهُ لَهُ شَرِيكَ لَا ‌َ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا ‌َ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, [ইউ'হয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, বিইয়াদিহিল খাইরু] ওয়া হুআ 'আলা- কুলিল শাইয়িন কাদীর।

অর্থঃ "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। (তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব অমর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ) এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" অনেক বর্ণনায় শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি (ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু) সংযুক্ত করে বলা হয়েছে।

ছবকঃ২৫ মাগরিব এর সলাতের পর ৩ তসবি

যিকর 'সুব'হা-নাল্লা-হ', অর্থঃ আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

ছবকঃ ২৬ এশার পর সলাতের তিন তসবি

যিকর নং ৫سُبْحَانَ اللهِ (:)وَبِحَمْدِهِ উচ্চারণঃ সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী। অর্থঃ "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (বা প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।"

ছবকঃ ২৭ তাহাজ্জদ এর পর তিন তসবি

লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"

মোরাকাবাঃ আল্লার উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক শ্রেষ্ঠ যিকর এই বাক্যটি। এই বাক্যের বেশি বেশি যিকর বা জপ

Edit with WPS Office

করার নির্দেশে অনেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ

بِاللهِ إِلا قُوَّةَ وَلا حَوْلَ وَلا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ التَّكْبِيرُ ... الصَّالِحَاتِ الْبَاقِيَاتِ مِنَ اسْتَكْثِرُوا

"তোমরা বেশি বেশি বেশি করে 'চিরস্থায়ী নেককর্মগুলি' কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেনঃ এগুলি কি? তিনি বললেনঃ তাকবীর 'আল্লাহু আকবার', তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু', তাসবীহ 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' এবং 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।" হাদীসটির সনদ হাসান।

মুসনাদু আহমাদ ৩/৭৫, ৪/২৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৪, ৭২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৪৭, ৭/১৬৬, ১০/৮৬, ৮৭, ৮৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৩৭-৩৩৯।

আবু মুসা (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), আবু যার (রাঃ), মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভান্ডারগুলির মধ্যে একটি ভান্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা।

সহীহ বুখারী ৪/১৫৪১, ৫/২৩৪৬, ৫/২৩৫৪, ৬/২৪৩৭, ২৬৯০, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৩২-৪৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭-৯৯।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আঃ) আমাকে বলেন, আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা।" হাদীসটির সনদ হাসান।

মুসনাদু আহমাদ ৫/৪১৮, আত-তারগীব ২/৪৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

الْبَحْرِ زَبَدِ مِثْلَ كَانَتْ وَلَوْ خَطَايَاهُ عَنْهُ كُفِّرَتْ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا قُوَّةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا أَكْبَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا يَقُولُ أَحَدٌ الْأَرْضِ عَلَى مَا

'পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলেঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।' হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৯, নং ৩৪৬০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮২, তারগীব ২/৪১৮, নং ২৩১৪।

আমরা তরিকায় মুহাম্মাদীর ২১টি ছবকের আলোচনা শেষ করছি আলহামদুলিল্লাহ্। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ কে পাওয়ার আশায় আদব ভক্তি মহব্বত নিয়ে ছবকের আমল করে ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহকে পেয়ে যাবে।এখন আমরা জিকির বিষয়ে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

Edit with WPS Office

যিকির

যিকরের পরিচয় -

‘যিকর’এর অর্থ স্মরণ। মু’মিন সর্বদা আল্লাহর রহমত ছায়ায় প্রতিপালিত, তার জীবন আল্লাহর দয়াবারিতে সদা সিক্ত। তার জীবনের সকল কিছুই আল্লাহর দান। প্রতি পদে তাকে আল্লাহরই আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহই তার স্রষ্টা, মালিক, বিধানকর্তা এবং একমাত্র উপাস্য। তাই তার নিকটে আল্লাহ সদা স্মরণীয়। অন্তরে, মুখে ও কর্মে তাঁর যিকর করা মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, (وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ)

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর (স্মরণ)ই সবচেয়ে বড়।” (সূরা আনকাবুত ৪৫ আয়াত) তিনি আরো বলেন, (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।' (সূরা বাক্বারাহ ১৫২)।

তিনি অন্যত্র বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর। (সূরা আহযাব ৪১) তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারিণী নারী এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন।” (সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)তিনি আরো বলেন, “হে মুমিনগণ তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।” (সূরা মুনাফিকূন ৯)তিনি আরো বলেন, “সেই সমস্ত গৃহে -- যে সমস্ত গৃহকে আল্লাহ নির্মাণ ও সম্মান করতে এবং তাতে তার নাম স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সে সব লোক, যাদেরকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে। না। তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে।” (সূরা নুর ৩৬-৩৭)

“তুমি তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।” (সুরা আরাফ ২০৫)তিনি অন্যত্র বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন অবিচলিত থাক এবং আল্লাহকে অধিক অধিক স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরা আনফাল ৪৫ আয়াত)তিনি আরো বলেন, “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জ সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে।” (সূরা বাক্বারাহ ২০০ আয়াত)তিনি বলেন, “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)তিনি আরো বলেন, “সে (ইউনুস) যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান-দিবস পর্যন্ত সেথায় (মৎসগর্ভে) অবস্থান করত।” (সুরা স্বা-ফাত ১৪৩-১৪৪)।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “কোন সম্প্রদায় যখন আল্লাহর যিকর করতে বসে তখন ফিরিশতামন্ডলী তাদেরকে বেষ্টিত করেন, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ছেয়ে নেয়, তাদের উপর শান্তি বর্ষণ হয় এবং আল্লাহ তার নিকটবর্তী

Edit with WPS Office

ফিরিশতাবর্গের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম ৪/২০৭৪)।

"আল্লাহর ভ্রমণরত অতিরিক্ত ফিরিশতাদল আছেন, যারা যিকরের মজলিস অনুসন্ধান করে থাকেন।" (বুখারী ৭/১৬৮ ও মুসলিম ৪/২০৬৯)।

"যে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং যে করে না, উভয়ের উপমা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।" (বুখারী৭/ ১৬৮; মুসলিম ১/৫৩৯)

"আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, নিশ্চয় বলে দিন। তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিকর।" (তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জামে' ২৬২৯নং)।

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে অন্তরে স্মরণ করে তাহলে তাকেও আমি আমার অন্তরে স্মরণ করি, যদি সে আমাকে কোন সভায় স্মরণ করে তবে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম সভায় স্মরণ করে থাকি--" (বুখারী ৮/১৭১, মুসলিম ৪/২০৬১নং)

"মুফারিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! 'মুফারিদ কারা? তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিকরকারী পুরুষ ও নারী।" (মুসলিম ৪/২০৬২নং)

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! কল্যাণের দরজা তো অনেক। তার সবটা পালন করতে আমি সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কাজের সন্ধান দিন, যাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকব, আর অধিক ভার দিবেন না যাতে আমি ভুলে না যাই (যেহেতু আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি)। তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।" (তিরমিযী ৫/৪৫৮ ইবনে মাজাহ ২/১২৪৬)

"যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ আসবে।" (আবুউদ ৪/২৬৪ সহীহুল জামে' ৫৩৪২) আল্লাহর যিকর ও স্মরণে শতাধিক উপকার ও লাভ রয়েছে। যেমন, যিকর শয়তান দূর করে, রহমানকে সন্তুষ্ট করে, অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা দূর করে ও অশান্তি অপসারণ করে, হৃদয়ে প্রশান্তি ও উৎফুল্লতা আনে, দেহ-মনকে সবল করে, চিত্তকে জ্যোতির্ময় করে, মুখমন্ডলকে দীপ্তিময় করে, রুজী আনয়ন করে, আল্লাহর ভালোবাসা দান করে, জীবনে আল্লাহর ভীতি আনে, মু'মিনকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায়, আল্লাহর সামীপ্য প্রদান করে, মারেফাতের দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ দান করে, অন্তর জীবিত করে, আত্মা ও অন্তরকে আহার প্রদান করে, পাপমুক্ত করে, বহু উদ্বেগ দুরীভূত করে, আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে নিস্তার দেয়, শান্তি ও রহমত আনে, পরচর্চা, গীবত, চুগলী, গালিম, মিথ্যা, অশ্লীলতা, বাজে ও অসার কথা থেকে দুরে রাখে, কিয়ামতে পরিতাপ থেকে নিষ্কৃতি দেয়, নির্জনে ক্রন্দনের সাথে যিকরকারীকে ছায়াহীন কিয়ামতে আল্লার আরশ তলে ছায়া দান করে, হৃদয়ের শূন্যতা ও প্রয়োজন দূর করে, মু'মিনকে সতর্ক ও সংযমী করে, বন্ধুত্ব, প্রেম, সাহায্য ও প্রেরণার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গতা দান করে, অত্যাধিক নেকী ও পুরস্কারের অধিকারী করে, হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, মনের রোগ নিরাময় করে।

যিকরকারীর জন্য ফিরিশতা দুআ করেন, যিকরের মজলিস ফিরিশ্তাবর্গের মজলিস, যিকরকারীদের নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাবর্গের নিকট গর্ব করেন। যিকর শুকরের মস্তক, যিক দুআকে কবুলের যোগ্য করে, মু'মিনকে আল্লাহর আনুগত্যে সহায়তা করে, মুশকিল আসান করে, বিপদ ও বালা দূর করে, অন্তর থেকে সৃষ্টির ভয় দূর করে, মেহনতের কাজে শক্তি প্রদান করে, যিকরে আছে মিষ্ট স্বাদ, আল্লাহর প্রেম ইত্যাদি।

Edit with WPS Office

১.সালাত আল্লাহর যিকর সকল প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে সালাতকে বিশেষভাবে যিকর হিসাবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) "এবং আমার যিকরের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" সূরা ত্বহাঃ ১৪।

হজ্বের কর্মকান্ডের বর্ণনার সময় কুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ

"তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসার পরে মাশআরুল হারামের নিকট (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিকর করবে।" সূরা বাকারাঃ ১৯৮।

আমরা জানি, মুযদালিফায় হাজীগণের জন্য প্রচলিত তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি কোনো যিকর করা ফরয-ওয়াজিব নয়। শুধুমাত্র মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করা ও ফজরের সালাত আদায় করাই হাজীগণের হজব সংক্রান্ত বিধান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে 'আল্লাহর যিকর' বলতে সালাত বুঝান হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেনঃ "তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় চলে আসবে তখন আল্লাহর যিকর করবে, এখানে যিকর বলতে মাশআরুল হারামের নিকট সালাত ও দু'আ করাকে বুঝান হয়েছে।" তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২/২৮৭।

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

"যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনেই দুই রাক'আত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করবে আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিকরকারী ও যিকরকারিণীগণের অন্তভর্ক্তু হবেন।" সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, নং ১৪৫১, সহীহুত তারগীব ১/৩২৮–৩২৯।

তাহলে দেখনু তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর। দুই রাক'আত তাহাজ্জদ আদায়কারী কিভাবে আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মযার্দা পেলেন।

(২.সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিকর অর্থ সালাত আদায় করাকুরআন করীমে ইরশাদ করা হয়েছেঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"এবং সকালে ও বিকালে তোমার প্রভুর নাম যিকর কর।" সূরা ইনসানঃ ২৫।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু যাইদ বলেনঃ "সকালের যিকর ফজরের সালাত এবং বিকালের যিকর যোহরের সালাত।

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২৯/২২৫।

ইমাম তাবারী এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ 'হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার প্রভুর নামের যিকর করুন। সকালে ফজরের সালাতে এবং বিকালে যোহর ও আসরের সালাতের মধ্যে আপনি তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকুন।"

তাবারী, তাফসীরে তাবারী ২৯/২২৫।

Edit with WPS Office

আল্লামা কুরতুবী এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ‘সকালে ও বিকালে আপনার প্রভুর নামের যিকর করুন, অর্থাৎ দিনের প্রথমে ফজরের সালাত ও দিনের শেষে যোহর ও আসরের সালাত আপনার প্রভুর জন্য আদায় করুন। আর রাত্রে তাঁর জন্য সাজদা করুন অর্থ মাগরিব ও ঈশা’র সালাত আদায় করুন। আর দীর্ঘ রাত্র তাঁর তাসবীহ করুন অর্থ রাত্রে নফল সালাত আদায় করুন।’

তাফসীরে কুরতুবী ১৯/১৫০।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছেঃ “আপনি আপনার প্রভুর নাম যিকর করুন সালাতের মধ্যে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সালাতে।” তাফসীরে জালালাইন ১/৭৮৩।

তবে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আমরা মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত যিকর আলোচনা করব।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা আল্লাহর যিকরের অফুরন্ত সাওয়াব ও মর্যাদার কথা জানতে পারব। কেউ যদি মনে করেন যে, যিকর মানে তো স্মরণ করা বা জপ করা। আমি ইচ্ছামতো যেভাবে পারি আল্লাহর স্মরণ করব বা তাঁর নাম জপ করব। এখানে আবার মাসনূন শব্দ বা পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন কি। তাহলে তার জন্য এই গ্রন্থ বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতের মতো যিকরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়াভাবে কিছু না করে অবিকল রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণে, তাঁদের আচরিত ও প্রচারিত শব্দে ও পদ্ধতিতে ও তাঁদের সুন্নাত অনুসারে যিকর করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো ভাষায়, যে কোনোভাবে, যে কোনো নামে ও যে কোনো শব্দে আল্লাহর কথা মুখে বা মনে স্মরণ করলে তা ভাষাগতভাবে ‘যিকর’ বলে গণ্য হবে। এভাবে স্মরণকারী হয়ত যিকরের জন্য উল্লেখিত কিছু সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারেন। এতে তার “যিকরের” দায়িত্ব নূন্যতমভাবে পালিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে।

কেউ যদি মুখে বা মনে আল্লাহ আল্লাহ, রাব, রাব, মালিক, মালিক, দয়াল, প্রভু, Lord, Creator, ইত্যাদি শব্দ আউড়ায় তাহলে ভাষাগত দিক থেকে একে যিকর বলা হবে। এতে আল্লাহর স্মরণ করার সাওয়াব পাবে। এতে তার যিকরের ইবাদত পালিত হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে সুন্নাত পালিত হবে না। এজন্য ভাষাগত বা সাধারণ যিকর (স্মরণ বা জপ) ও মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিকরের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

আল্লাহর যিকর

মহান মহাপবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের মহান নামের প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করাকে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এ সকল জপমূলক বাক্যাদির মূল চারিটি বাক্যঃ ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’,

Edit with WPS Office

‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। পঞ্চম বাক্য - ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। এছাড়া এগুলির সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে মাসনূন জপমূলক যিকরের প্রকার ও শব্দাবলী আলোচনা করব। এ সকল বাক্যাদি বারবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্দিষ্টভাবে অগণিতবার জপ করা বা আওড়ানোকে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসে যিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অগণিত হাদীস আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি - যে হাদীসে ‘আল্লাহর যিকর’ অর্থ কী তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নু’মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

الذِينَ يَذْكُرُونَ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ العَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ

“যারা আল্লাহর যিকর করেন অর্থাৎ তাঁর তাসবীহ ‘সুবহানাল্লাহ’, তাহমীদ ‘আল-হামদু লিল্লাহ’, তাকবীর ‘আল্লাহু আকবার’ ও তাহলীল ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ জপ করেন তাঁদের এ সকল যিকর আরশের পাশে জড়িয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো যাকিরকে স্মরণ করতে থাকে।” মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৮, মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা ৭/১৭৭।হাকিম হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, কিন্তু যাহাবী সনদের দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

যিকরের ফযীলত

(১). আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ (سَبَقَ المُفَرِّدُونَ) “নিঃসঙ্গ একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেল। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা কারা?” তিনি বলেনঃআল্লাহর বেশি বেশি যিকরকারীগণ। সহীহ মুসলিম ৪/২০৬২, নং ২৬৭৬।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেনঃ (المُسْتَهْتَرُونَ بِذِكرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكرُ عَنْهُمْ أَثْقالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفافًا) “একাকী অগ্রগামীগণ হলেন ঐ সকল মানুষ, যারা আল্লাহর যিকরে মত্ত ও সর্বদা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিকর করেন। যিকরের কারণে তাঁদের (গোনাহের) বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁরা হাল্কা হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবেন।(তিরমিযী, ৩৫৯৬। তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান গারীব।)

(২). মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথাটি হয়েছিল, যে কথাটি বলে আমি তাঁর থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় আমল (কর্ম) কোনটি? তিনি বলেছিলেনঃ“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্বা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকবে।” বুখারী, খালকু আফ’আলিল ইবান ১/৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৯, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৪-৭৬, মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৩৬৭, আলবানী, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/৯৫, নং ১৬৫, হাইসামী মাওয়ারিদুয যাম’আন ৭/৩১২।

অর্থাৎ, সদা সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিকর করবে। আল্লাহর যিকরে তাঁর জবান সর্বদা আর্দ্র থাকবে। এরূপ হলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিকরেই ব্যস্ত থাকবে।

(৩). আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য

Edit with WPS Office

বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেনঃ

لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله

“তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে।” সুনানে তিরমিযী, কিতাবুয দাওয়াত, নং ৩৩৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামী মাওয়ারিদুয যাম’আন ৭/৩১৩-৩১৫।

(৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ ৭ শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের কঠিন দিনে তাঁর বিশেষ ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষঃ

رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

“ঐ মানুষ যিনি একাকী আল্লাহর যিকর করেছেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমেছে।” সহীহ বুখারী, কিতাবুল আযান, নং ৬৬০।

(৫) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَثَلُ البَيْتِ الذي يُذكرُ الله ُ فيه والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه مَثَلُ الحيّ والميّت

“যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকর হয় না তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।” সহীহ মুসলিম ১/৫৩৯, নং ৭৭৯।

(৬) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثمّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تطلُعَ الشَمْسُ ثمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كانَتْ لهُ كأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تامّةٍ تامّةٍ تامّةٍ

“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে রত থাকবে। অতঃপর সে দুই রাক’আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।” সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল জুমু’আহ, নং ৫৮৬।

এই অর্থে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তরিকায় মুহাম্মাদীয়া কিতাবে আমারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার করছি, আপনারা কিতাবটি পড়বেন ইনশাআল্লাহ।

(৭) আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোনটি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রোপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব?

Edit with WPS Office

সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেনঃ 'আল্লাহর যিকর।' মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।" হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৪৬, হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, ৭৪, তিরমিযী ৫/৪৫৯, ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামি, মাওয়ারিদুয যামাআন ৭/৩১২।

(৮) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ

"তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।" হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অপরদিকে অন্যান্য মুহাদ্দিস বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রমাণ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনায় বুঝা যায় যে হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, যয়ীফ বা দুর্বল।

সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৩/৬৮, আত-তারগীব ২/৩৭২, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর, পৃঃ ১৫৬, নং ১১০৮, সিলসিলাতুল আহাদিসিস যঈফা ২/৯, নং ৫১৭।

(৯) এই অর্থে অন্য একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون

"তোমরা এমনভাবে আল্লাহর যিকর করবে যেন মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা রিয়াকারী।" মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬। যয়ীফুল জামিয়িস সগীর, পৃঃ ১০৬, আত-তারগীব ২/৩৭২, নং ২২১৫।

(১০) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

"আমার বান্দা যতক্ষণ যতক্ষণ আমাকে স্মরণ করেছে (আমার যিকর করেছে) এবং আমার জন্য তার দুই ঠোঁট নড়াচড়া করেছে ততক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গে আছি।"

মুসনাদে আহমাদ ২/৫৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৯২, ইবনু মাজাহ, নং ৩৭৯২, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৯৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩০৮-৩১২।

(১১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الفُرُشِ المُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الدَّرَجَاتِ العُلَا

"অনেক মানুষ দুনিয়াতে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় আল্লাহর যিকর করবেন, যিকর তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদার মধ্যে

Edit with WPS Office

প্রবেশ করাবে।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে হাফিয হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।

সহীহ ইবনু হিব্বান ২/১২৪, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৬, মুসনাদু আবী ইয়ালা ২/৩৫৯, মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

(১২) মু’আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ثلاث مرات

“আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার জন্য যিকরের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিকরের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও যিকরের চেয়ে উত্তম নয়, তবে যদি সে তাঁর তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে তিন বার শেষ হয়ে যায় (তাহলে তা যিকরের চেয়ে উত্তম হতে পারে)।”তাবারানী। হাফিয হাইসামী বলেন, হাদিসটির সনদ সহীহ। মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৪। জাবির (রাঃ) থেকেও একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।তাবারানী। হাদিসটির সনদ সহীহ। মাযমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৫।

(১৩) আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَوْ أَنّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقسِّمُهَا ، وَآخَرُ يُذْكرُ اللهَ ، كانَ الذّاكِرُ لِلهِ أَفْضَلُ

“যদি কোনো ব্যক্তির কোলে কিছু টাকা থাকে এবং সে তা দান করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকর করে, তাহলে আল্লাহর যিকরকারীই উত্তম বলে গণ্য হবে।” তাবারানী। সনদ গ্রহনযোগ্য মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ما من صدقة أفضل من ذكر الله

“আল্লাহর যিকরের চেয়ে উত্তম কোনো সাদকাহ বা দান নেই।” তাবারানী। সনদ সহীহ। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৫) মু’আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললাম, আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেনঃ

عليك بتقوى الله ِ ما استطعْتَ واذكر الله َ عندَ كلّ حَجَرٍ وشَجَرٍ وما عمِلتَ من سوءٍ فأحْدِثْ للهِ فيه توبةً السِّرُّ بالسِّرِّ والعَلانِيَةُ بالعَلانِيَةِ

“তুমি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া আঁকড়ে ধরে) চলবে। প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর

Edit with WPS Office

যিকর করবে। কোনো পাপ বা অন্যায় করলে নতুন করে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। গোপনের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যের জন্য প্রকাশ্যে।

তাবারানী। সনদ হাসান। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَنْ عَجَزَ مِنْكمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكابِدَهُ وَبَخِلَ بِالمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ العَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ ذِكرِ اللهِ

“তোমাদের মধ্যে যে রাত জেগে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কৃপণতার কারণে সম্পদ দান করতে পারে না, কাপুরুষতার কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হয়, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করে।” হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল।বাযযার, তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

(১৭) আনাসের আম্মা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বলেনঃ

اهْجُرِي المَعَاصِيَ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الهِجْرَةِ وَحَافِظِي عَلَى الفَرَائِضِ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الجِهَادِ وَأَكْثِرِي مِنْ ذِكرِ اللهِ فَإِنَّكِ لا تَأْتِينَ اللهَ عَدًا بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ ذِكرِهِ

“তুমি সকল পাপ ত্যগ করবে; কারণ পাপত্যগই সর্বোত্তম হিজরত। সকল ফরয ইবাদত নিয়মিত পরিপূর্ণভাবে পালন করবে; কারণ এটিই সর্বোত্তম জিহাদ। বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করবে; কারণ তুমি আল্লাহর বেশি বেশি যিকর করার চেয়ে বেশি প্রিয় কোনো বস্তু নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারবে না।” হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।

তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৫।

(১৮) মু’আয ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলঃ “কোন্ মুজাহিদের পুরস্কার সবচেয়ে বেশি ?” তিনি বললেনঃ

اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا

“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।” তখন সে প্রশ্ন করলঃ “তাহলে সবচেয়ে বেশি সাওয়াবের অধিকারী নেককার মানুষ কে?” তিনি বললেনঃ “তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।” এরপর সে সালাত, যাকাত, হজ্ব, দান ইত্যাদি ইবাদতের কথা জিজ্ঞাসা করে। সকল ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন :

اكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا

“তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি যিকর করে।” তখন আবু বকর (রাঃ) ওমরকে (রাঃ) বলেনঃ “যাকিরগণ সকল সাওয়াব নিয়ে গেলেন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ “হ্যাঁ।” হাদীসটির সনদ দুর্বল।

আহমাদ, তাবারানী। মাজমাউয যাওয়াইয়া ১০/৭৪।

Edit with WPS Office

(১৯) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لم يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها

"জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তাবারানী, মু'জামুল কাবীর ২০/৯৩, মুসনাদুশ শামিয়্যীন ১/২৫৮, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৩৯২, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, মুনযিরী, তারগীব ২/৩৭৫, আলবানী, সহীহুল জামে' ২/৯৫৮।

(২০) আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه الا كان عليهم ترة وما مشى أحد ممشى) ما من أحد مشى طريقا (لم يذكر الله فيه ا لا كان عليه ترة وما أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه الا كان عليه ترة

"যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সেই বৈঠকে তারা আল্লাহর যিকর না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং সেই হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিকর না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিকর না করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে।" হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৩৩, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৭-৩২২, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১০৭, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ১/৪০৩, নাসাঈ, আমামুল ইয়াওমি পৃঃ ৩১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮০।

(২১) হারিস আল-আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইয়াহইয়া (আ.)-কে ওহীর মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলি তিনি পালন করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলি পালনের শিক্ষা দিবেন : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, সালাত (নামায) আদায়কালে মন বা চোখকে এদিক সেদিক না নেওয়া, সিয়াম পালন করা, দান করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা। যিকর সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

وأمرهم بذكر الله كثيرا ومثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى اثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذالك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করার। আর আল্লাহর যিকরের উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তিকে শত্রুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌঁছাল এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিকর ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ। সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৮২, আত-তারগীব ২/৩৭০-৩৭১।

(ক) মানব জীবনে এ সকল যিকরের কল্যাণ ও প্রভাব :

আমরা একটু চিন্তা করলেই অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি এ সকল যিকরের বিশেষ প্রভাব আমাদের জাগতিক

Edit with WPS Office

জীবনে অনুভব করতে পারি।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে। এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে। যেগুলি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই। শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারিটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে। ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি। এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে। জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস। অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন।

এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে। সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলির জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে। আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবেঃ 'আল-হামদু লিল্লাহ।' এই যিকর যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে।

অনুরূপভাবে 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', ইত্যাদি যিকর যাকিরের হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে ভরে দেবে। পৃথিবীতে অন্য কারোর মহত্ত্ব, শক্তি বা বড়ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করবে না। সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এই হৃদয় পবিত্র হবে।

'সুব'হা-নাল্লাহ' বাক্যটি আরবী ভাষার বাক্য-বিন্যাসের ফলে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ, যা অনেকটা জয়ধ্বনি বা জিন্দাবাদ ঘোষণার মতো। দেশ প্রেমিক যেমন বারবার নিজের দেশের জিন্দাবাদ বলে নিজের মনে দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলে তেমনি আবেগে আল্লাহ প্রেমিক বান্দা বারবার তাঁর প্রভুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ প্রেমের আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে।

বিভিন্ন হাদীসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও এসকল বাক্যে বেশি বেশি যিকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অপরিমেয় ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে এ বিষয়ে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শুধুমাত্র এ বিষয়ক সহীহ হাদীস সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে। এ সকল অগণিত হাদীস থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কত গুরুত্বের সাথে এ সকল যিকর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন। আমি নিম্নে এসকল যিকরের ফযীলত বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি।

(খ) এ সকল যিকরের ফযীলত ও বেশি বেশি পালনের নির্দেশ

যিকর বেশি বেশি জপ করার নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করে ও তার অপরিমেয় সাওয়াব বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

بَدَأْتَ بِأَيِّهِنَّ يَضُرُّكَ لَا أَكْبَرُ وَاللَّهُ ُ اللَّهُ ُ إِلَّا إِلَهَ وَلَا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ اللَّهِ ِ سُبْحَانَ أَرْبَعٌ اللَّهِ ِ إِلَى الْكَلَامِ أَحَبُّ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'। তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার। (বাক্যগুলির সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই।)" সহীহ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।

Edit with WPS Office

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

الشَّمْسُ عَلَيْهِ طَلَعَتْ مِمَّا إِلَيَّ أَحَبُّ أَكْبَرُ وَاللهُ اللهُ إِلا إِلَهَ وَلا لِلهِ وَالْحَمْدُ اللهِ سُبْحَانَ أَقُولَ لأَ نْ

“আমি ‘সুব’হা-নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ বলতে এত বেশি পছনদ করি যে, এগুলি বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৫।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

و والحمدلله الله سبحان قال الرتع وما قلت المساجد قال الجنة رياض وما الله يارسول قلت فارتعوا الجنة برياض مررتم إذا أكبر والله الله إلا إله لا

“তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেনঃ মসজিদসমূহ। আমি বললামঃ বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেনঃ ‘সুব’হা- নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’।” হাদীসটি হাসান। সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৩২, নং ৩৫০৯, আত-তারগীব ২/৪২২, নং ২৩২৩, মাজমাউয যাওাইদ ১০/৯১।

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকরকে (রাঃ) বলেনঃالا ترتع (روضة فى)الجنة “তুমি কি জান্নাতের বাগানে তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করবে না?” তিনি প্রশ্ন করেন: “হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানের ফল ভক্ষণ কি?” তিনি বলেন: “‘সুব’হা-নাল্লাহ’, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’।”

মাজমাউয যাওাইদ ১০/৯১। সনদের একজন রাবী কিছুটা অপরিচিত। বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

এভাবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদীসে এই বাক্যগুলির অপরিমেয় সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ), সালমান ফারিসী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ) ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

ইমাম মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪০৭-৪০৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৮-৯০।

আবু যার (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ “এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিকর করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।” সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০, নং ২/৬৯৭, নং ১০০৬।

আবু সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ “এই বাক্যগুলি কিয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।” নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৫০, মুসনাদে আহমাদ ৩/৪৪৩, ৪/২৩৭, ৫/৩৬৫, তাবারানী আল-মু’জামুল কাবীর ২২/৩৪৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯, ১০/৮৮।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : “এই বাক্যগুলিই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।” মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১২২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৯, আত-তারগীব ২/৪১৬।

Edit with WPS Office

আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ “গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝরে যায় অনুরূপভাবে এই যিকরগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।”মুসনাদু আহমাদ ৩/১৫২, আত-তারগীব ২/৪১৮।

আবু হুরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ (রাঃ) উভয়ে নবীয়ে আকরাম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ “আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিকর করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।”

নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০, মুসনাদু আহমাদ ২/৩১০, ৩/৩৫, ৩৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শায়বা ৬/১০৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৪, আত-তারগীব ২/৪১০, নং ২২৯৯।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

حسنات عشر حرف بكل له كتبت اكبر والله الاالله ولااله لله والحمد الله سبحان قال من

“এই চারিটি বাক্য যিকরকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।”

তাবারানী, আল-মু’জামুল আওসাত ৬/৩০৯, আল-মু’জামুল কাবীর ১২/৩৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ, আত-তারগীব ২/৪২১।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেনঃ ‘নূহ (আ.) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে যে ওসীয়ত করেন তা তোমাদেরকে বলছি। তিনি বলেনঃ

إِلَهَ لَا وَوُضِعَتْ كِفَّةٍ فِي وُضِعَتْ لَوْ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ السَّمَوَاتِ فَإِنَّ اللهُ إِلَّا إِلَهَ بِلَا آمُرُكَ اثْنَتَيْنِ عَنِ وَأَنْهَاكَ بِاثْنَتَيْنِ آمُرُكَ عَنِ وَأَنْهَاكَ الخَلْقُ يُرْزَقُ وَبِهَا شَيْءٍ كُلِّ صَلَاةُ فَإِنَّهَا وَبِحَمْدِهِ اللهِ وَسُبْحَانَ ... اللهُ إِلَّا إِلَهَ لَا بِهِنَّ رَجَحَتْ كِفَّةٍ فِي اللهُ إِلَّا وَالكِبْرِ الشِّرْكِ

“আমি তোমাকে দুটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দুটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’-এর আদেশ প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে ‘সুব’হা-নাল্লাহি ওয়া বি’হামদিহী’-এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এই দুটি যিকর বেশি বেশি আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করছি।) এই যিকর সকল সৃষ্টির দু’আ, সালাত ও তাসবীহ এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয়। আর আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি।”

মুসনাদু আহমাদ ২/১৬৯, নং ৬৫৮৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯-২২০। হাদিসটির সনদ হাসান।

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিকর করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেনঃ

اللهِ سَبِيلِ فِي دَنَانِيرَ بِعَدَدِهَا أَتَصَدَّقَ أَنْ مِنْ إِلَيَّ أَحَبُّ أَكْبَرُ وَاللهُ اللهُ إِلَّا إِلَهَ وَلَا لِلهِ وَالحَمْدُ اللهِ سُبْحَانَ أَقُولَ لأَنْ

“সুব‘হা-নাল্লাহ, আল-‘হামদু লিল্লাহ, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার - বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায়

Edit with WPS Office

সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।”

মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ৬/৯২, ৭/১৭৬, ১৭৭, বাইহাকী শু’আবুল ঈমান ১/৪৪৭, ৪৪৮।

তিনি আরো বলেনঃ “মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যেরূপভাবে মাল-সম্পদের রিযিক বণ্টন করেছেন তেমনভাবে তোমাদের আচরণ ও স্বভাব বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ও যাকে পছন্দ করেন না সকলকেই সম্পদ দেন। তবে ঈমান তিনি শুধু তাকেই প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি করে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু’, ‘আল্লাহু আকবার’, ‘আল-‘হামদু লিল্লাহ’ ও ‘সুব’হা-নাল্লাহ’ বলতে থাকে।” হাদীসটির সনদ সহীহ।

তাবারানী, আল-মু’জামুল কাবীর ৯/২০৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯০, আত-তারগীব ২/৪২০-৪২১।

(গ) বিশেষ তাসবীহ-তাহলীল

উপরের চারটি বাক্য মহান আল্লাহর একত্ব, পবিত্রতা, মর্যাদা ও প্রশংসা জ্ঞাপক সাধারণ যিকর যা সর্বদা ও বেশি বেশি করে আদায়ের জন্য এভাবে অসংখ্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এই বাক্যগুলির এক বা একাধিক বাক্যের অর্থ একত্রে বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে যিকর করতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। উপরে ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং যিকরে পবিত্রতা জ্ঞাপক কয়েকটি অতিরিক্ত যিকরের উল্লেখ করেছি। ৫ ও ৬ নং যিকরের মর্যাদার বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

العَظِيمِ اللهِ سُبْحَانَ وَبِحَمْدِهِ اللهِ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ إِلَى حَبِيبَتَانِ المِيزَانِ فِي ثَقِيلَتَانِ اللِّسَانِ عَلَى خَفِيفَتَانِ كَلِمَتَانِ

“দুটি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কিয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় : সুব’হা-নাল্লাহি ওয়া বি’হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল ‘আযীম।” সহীহ বুখারী ৫/২৩৫২, নং ৬০৪৩, ৬/২৪৫৯, নং ৬৩০৪, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৪।

(ঘ) এ সকল যিকর নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্ধারিত সাওয়াব।

উপরের হাদীসগুলি থেকে যিকরের মহান চারিটি বাক্য বা উক্ত বাক্যগুলির অর্থের সমন্বয়ে ব্যপকার্থক বিভিন্ন বাক্য দ্বারা যিকরের অপরিমেয় সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন সর্বদা সুযোগ মতো যত বেশি পারবেন এসকল বাক্যের যিকর করবেন। যত বেশি তিনি যিকর করবেন তত বেশি সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদা তিনি লাভ করবেন।

তবে মুমিন হয়ত সর্বদা যিকর করতে অপারগ হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে অন্তত নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকর করলে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জন করবেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে উপরের বাক্যগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যয় জপ করলে বিশেষ সাওয়াবের উল্লেখ দেখতে পাই। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক যিকরের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা সে সকল হাদীস পরবর্তী অধ্যায়ে সকাল সন্ধ্যার যিকর বা সময় নির্ধারিত যিকরের আলোচনায় উল্লেখ করব। কোনো কোনো হাদীসে সাধারণভাবে রাতদিনে যে কোনো সময়ে এসকল যিকর

Edit with WPS Office

নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে বিশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

(১) 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার বলা :

আবু তালহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

يهلك لا إذا الله رسول يا قالوا حسنة. ألف وعشرين واربعا حسنة ألف مائة له الله كتب مرة مائة وبحمده الله سبحان قال من بعد الرب يتطاول ثم بتلك فتذهب النعم تجئ ثم أثقلته جبل على وضعت لو بالحسنات ليجئ أحدكم إن بلى قال أحد منا برحمته ذلك

"যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ (একলক্ষ চবিবশ হাজার) সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেনঃ হ্যাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহাপ্রভু রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।" হাদীসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ৪/২৭৯।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

الْبَحْرِ زَبَدِ مِثْلَ كَانَتْ وَإِنْ خَطَايَاهُ حُطَّتْ مَرَّةٍ مِائَةَ يَوْمٍ فِي وَبِحَمْدِهِ اللهِ سُبْحَانَ قَالَ مَنْ

"যদি কেউ এক দিনের মধ্যে ১০০ বার 'সুব্'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী' বলে তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।" সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯১।

(২) ১০০ বার 'সুব'হানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা : উম্মু হানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেনঃ "তুমি ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।

তুমি ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে।

তুমি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।

তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং

Edit with WPS Office

তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়]। যে ব্যক্তি তোমার এই যিকরগুলির সমপরিমাণ যিকর করবে সে ছাড়া কেউই ঐ দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না।” হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলি হাসান বা গ্রহণযোগ্য। মুসনাদু আহমাদ ৬/৩৪৪, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫২, নং ৩৮১০, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১১, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২৪/৪১০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে এই অর্থে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সকলকে ১০০ বার করে উক্ত যিকরগুলি আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুরূপ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হাদীসটি হাসান। তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৮/২৬৩, আত-তারগীব ২/৪১০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২।

যিকরের মাজলিসের ফজিলত।

'মাজলিস' শব্দের অর্থ বৈঠক, বসা, council, assembly ইত্যাদি। এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসলেও তাকে আরবীতে 'মাজলিস' বলা হবে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস বলা হবে। সাধারণভাবে 'মাজলিস' বলতে অল্প বা বেশি সময়ের জন্য একাধিক ব্যক্তির একত্রে বসাকে বুঝানো হয়।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন:

أنا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرَنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

“আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাঁর সাথে থাকি। যদি সে আমাকে তাঁর মনের মধ্যে স্মরণ করে, তবে আমিও তাঁকে আমার মধ্যে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো সমাবেশে বা কিছু মানুষের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাঁকে স্মরণ করি তাঁর সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।

“সমাবেশে আল্লাহর যিকরের” - এই ফযীলত বান্দা দুভাবে লাভ করতে পারেন। তিনি দুভাবে সমাবেশে আল্লাহর যিকর করতে পারেন।

প্রথমত, সমাবেশে বা মানুষের মধ্যে বসে মুমিন বান্দা তাঁর মনকে আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ রেখে নিজের মনে আল্লাহর যিকরে রত থাকবেন। এ সমাবেশে একাকী যিকর। হাদীস শরীফে এই প্রকারের যিকরের বিশেষ মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পর্যায়টি উপরে আলোচিত “মাজলিসে আল্লাহর যিকরের” অন্তর্গত।দ্বিতীয়ত, সমাবেশে অন্যদের সাথে তিনি আল্লাহর যিকর করবেন। এই পর্যায়টি উপরে উল্লেখিত “যিকরের মাজলিস” পর্যায়ের। এই ধরনের সমাবেশ বা মাজলিস “আল্লাহর যিকর” কেন্দ্র করেই সংঘটিত ও আবর্তিত হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখব এই প্রকারের মাজলিস বা সমাবেশে কোন্ কোন্ প্রকারের যিকর কী-ভাবে পালন করা হয়। তার আগে আমরা এই দ্বিতীয় প্রকারের সমাবেশ বা যিকরের মাজলিসের ফযীলত আলোচনা করব। সহীহ মুসলিম ৪/২০৬১, নং ২৬৭৫, ৪/২০৬৭, নং ২৬৭৫, সহীহ বুখারী ৬/২৬৯৪, নং ৬৯৭০।

সাধারণভাবে যিকরের মাজলিসের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আবু হুরাইরা (রাঃ) ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Edit with WPS Office

“যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিকর) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিকর) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।” সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ) لا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلا وَجْهَه (إِلا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

“যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকরে রত হয়, এদ্বারা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় না, তখনই আসমান থেকে একজন আহবানকারী তাঁদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও,

তোমাদের পাপগুলিকে পুণ্যে রূপামতি রত করা হয়েছে।” ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৭/২৪৪, মুসনাদ আহমাদ ৩/১৪২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/২৩৪-২৩৫। হাদিসটি হাসান।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ জমায়েতের দিনে সবাই জানবে কারা সম্মানের অধিকারী। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, সম্মানের অধিকারী কারা? তিনি বলেন: “মসজিদের ভিতরের যিকরের মাজলিসগুলি।” হাদিসটির সনদ হাসান। মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৬।

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه

“কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এই নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।” তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন, “তাঁরা ঐসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিকরের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করবে।” হাদীসটি হাসান। মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭, আত-তারগীব ২/৩৮৩।

আমর ইবনু আনবাসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এসকল মহান সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষদের পরিচয় দিয়ে বলেছেনঃ

هم جماع من نوازع القبائل ، يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه

“এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যাঁরা আল্লাহর যিকরের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভালো ভালো খেজুর বেছে বেছে নেয়।” আত-তারগীব ২/৩৮৮-৩৮৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭। সনদ মোটামুটি গ্রহনযোগ্য।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি বললামঃ, হে আল্লাহর রাসূল, যিকরের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেনঃ (غنيمة مجالس الذكر الجنة) “যিকরের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ

Edit with WPS Office

জান্নাত।” হাদীসটির সনদ হাসান। মুসনাদ আহমাদ ২/১৭৭, ১৯০, আত-তারগীব ২/৩৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা কিছু মানুষ একত্রিত বসে আল্লাহর যিকর করলে মহান মর্যাদা ও অভাবনীয় পুরস্কারের লাভ করবেন তা জানতে পারছি।

বিভিন্ন নবী ও রাসুলদের কলেমা

২. হজরত নুহ (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, নূহ নবীউল্লাহ।

৩. হজরত ইব্রাহিম (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।

৪. হজরত ইসমাইল (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ইসমাইল জবিহুল্লাহ।

৫. হজরত মুসা (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুসা কালিমুল্লাহ।

৬. হজরত দাউদ (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, দাউদ খলিফাতুল্লাহ। ৭. হজরত ঈসা (আঃ)- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ঈসা রুহুল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ এরা প্রত্যেককেই আপন আপন শরীয়তের প্রবর্তক।

৮. হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ) - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ হজরত মোহাম্মদ (দঃ ও সাঃ)- মানবজাতির জন্য আর্শিবাদ ও কল্যাণ স্বরূপ। তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রবর্তক।

Edit with WPS Office

মুহাম্মাদী তরিকার ওজিফার ছবক

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদিয়া পাক দরবার শরীফের উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলন সমূহের মাস ও দিনের তালিকা সমূহঃ

★মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার মহাসম্মেলন।

★জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন।

★সেপ্টেম্বর মাসের 1 তারিখ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও শীর্ষ সম্মেলন।

★ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলন।

★১২রবিউল আউয়াল [মিলাদুন্নবী /সিরাতুন্নবী (সঃ)]সম্মেলন।

★১০ মহররম আশুরা উপলক্ষে সম্মেলন।

★প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক যিকিরের জলসা।★শনিবার মঙ্গলবার তদবির জলসা।

দ্রষ্টব্যঃউক্ত সম্মেলন সমূহে প্রত্যেক শিষ্য/মুরিদ কে উপস্থিত থাকতে হবে।

বিঃ দ্রঃবিশেষ কোনো কারণে সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তন করা হলে। সকল শিষ্যকে জানানো হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত শির্শ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ তদবিরের/তরিকার /ছবকের /ওজিফার আমল সাধন শিক্ষা ও আলোচনা হবে।

দ্রঃযারা আধ্যাত্মিকতা ও তদবির শিখতে ইচ্ছুক তারা সম্মেলন সমূহে যোগদান করুন।

মূল দরবারে ঠিকিনাঃ

বাংলাদেশের যে কোনো ইস্থান থেকে রংপুর বা গাইবান্ধার গাড়ীতে উঠে পলাশবাড়ী তে নামতে হয়।পলাশবাড়ী থেকে রিসকা বা ভেনে উঠে পল্লীবিদ্যুৎ আফিস বা উত্তর তেলের পাম্প এর পূর্ব পাশ্যে। নিশ্চিন্তিপুর গ্রাম।

নিশ্চিন্তিপুর,সাদুল্লাপুর,পলাশবাড়ী সংলগ্ন ,গাইবান্ধা,রংপুর।

ওস্তাদ_মুহাম্মাদী+8801991966824 {(ইমু,হোয়াটসঅ্যাপ)(বিকাশ,ডাসবাংলা,নগত,পারচনাল) }

দরবার শরিফের বিকাস নং দরবারে সকল মানত, ইয়ানত,সাদাকা, জাকাত, ওসর,দান পাঠাতে পারেন[01647220876 (বিকাশ পারচনাল)][01737657329/01812805822]

নিশ্চিন্তপুর মুহাম্মাদীয়া পাক দরবার শরিফ

Edit with WPS Office

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাতের খেদমতে এই বইটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে যদি কিছু মাত্র কল্যাণকর থেকে থাকে তা শুধুমাত্র মহান প্রভু আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা যে, তিন দয়া করে এই অযোগ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেবেন। আল্লাহর কত প্রিয় বান্দা কতভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য মহান কাজ করে চলেছেন। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। না পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে ভালো ইবাদত করতে। না পারলাম উম্মতের কোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ দয়া করে কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা,পির,গুরু, স্ত্রী-সন্তান, শিষ্য, মুরিদ, ভক্ত, যাদেরকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাঁদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেবেন এই দু'আ করেই শেষ করছি। আমিন! আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য সালাত ও সালাম এবং প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালন আল্লাহর নিমিত্ত।

Edit with WPS Office